ই. স. তুর্গেনেভ

মুমু

‘প্রখর বুদ্ধি ও গভীর প্রত্যয়শালী তুর্গেনেভ সর্বদা মানবতার আদর্শসমূহের প্রতিষ্ঠায় নিরত ছিলেন। রুশীয় জীবনযাত্রায় এই সকল আদর্শের সচেষ্ট এবং নিরবচ্ছিন্ন প্রচার রুশীয় সমাজহিতে তাঁর প্রধান ও অমূল্য অবদান। এ বিষয়ে তিনি পুশ্‌কিনের সাক্ষাৎ উত্তরসাধক ...’

ম. সাল্‌তিকভ শ্যেদ্রিন

"'মুমু'তে তুর্গেনেভ কেবল কৃষকদের দুর্ভাগ্যের বর্ণনাই করেননি, তিনি এক ভূমিদাসের হীন বদ্ধ ঘরের মধ্যে উঁকি দিতেও কুণ্ঠিত হননি...

এমন কুশলতার সঙ্গে তিনি এই 'টম কাকা'র জীবনের ছবি এঁকেছেন যে প্রকৃতপক্ষে তিনি দ্বিবিধ সরকারী পরীক্ষার গণ্ডী অতিক্রম করেছেন, অথচ এই ভয়ঙ্কর অমানুষিক কষ্টের বর্ণনায় আমরা রাগে কাঁপতে থাকি..."

আ. গের্ৎসেন

И. С. ТУРГЕНЕВ

МУМУ

ИЗДАТЕЛЬСТВО
ЛИТЕРАТУРЫ
НА ИНОСТРАННЫХ
ЯЗЫКАХ
МОСКВА

ই. স. তুর্গেনেভ

মুমু

বিদেশী ভাষায়
সাহিত্য
প্রকাশালয়

মস্কো

অনুবাদ: রাধামোহন ভট্টাচার্য্য

প্রচ্ছদপট ও মুদ্রণ পরিকল্পনা: ন. কুজ্‌মিন

মস্কোর উপকণ্ঠে এক রাস্তায়, সাদা থাম, দুই তলার মাঝে আধতলা আর হেলে পড়া এক বারান্দাওয়ালা একটি ধূসর বাড়ীতে একগাদা ঝি-চাকর পরিবৃত হয়ে বাস করতেন এক বিধবা মহিলা। তাঁর ছেলেরা থাকত পিটার্সবুর্গে, সরকারী চাকরী উপলক্ষে, আর তাঁর মেয়েদের বিয়ে হয়ে গিয়েছিল; তিনি বড় একটা কোথাও যেতেন না এবং তাঁর কৃপণতা আর একঘেয়েমি ভরা বার্ধক্যের জীবন নির্জনেই

কাটাতেন। তাঁর রুক্ষ নিরানন্দ দিন বহুকাল ফুরিয়েছিল; তাঁর জীবনের সন্ধ্যাকাল ছিল রাত্রির চেয়ে অন্ধকার।

তাঁর সমস্ত ঝি-চাকরদের মধ্যে সবচেয়ে অদ্ভুত লোক ছিল গারাসিম চৌকিদার—ছ'ফুটের ওপর লম্বা, দৈত্যের মতন চেহারা, কিন্তু জন্ম থেকে বোবাকালা। তার কর্ত্রী তাকে এনেছিলেন গাঁ থেকে। সেখানে সে একলা, তার ভাইদের থেকে আলাদা, একটি ছোট কুঁড়েঘরে থাকত। সবাই মনে করত গাঁয়ের চাষীদের মধ্যে সেই বোধ হয় সবচেয়ে সুশীল। অসাধারণ ক্ষমতার অধিকারী হওয়ায় সে চারজনের কাজ একা করত, আর যাতে সে হাত দিত তাতেই কৃতকার্য হত। তার লাঙল চালান দেখাতেও আনন্দ ছিল। তার প্রকাণ্ড মুঠোয় যখন লাঙলের মুঠি চেপে ধরত তখন মনে হত যেন সে ঘোড়ার সাহায্য ছাড়াই ঠন্‌ঠনে মাটিতে হাল চালিয়ে যাচ্ছে; সেণ্ট পিটার দিবসে তার কাস্তে চলত এত জোরে যে মনে হত সে এক ঝাড় চারা বার্চ গাছ শিকড় ঘেঁষে কেটে ফেলতে পারে, কিম্বা যখন সে মাড়াই উঠোনে দ্রুততালে তার মুগুর পিটত তখন তার কাঁধের লম্বা শক্ত পেশীগুলো যেন জাঁতীকলের মত ওঠানামা করত। যে নিথর নিঃশব্দতার মধ্যে সে কাজ করত তা যেন তার অক্লান্ত

পরিশ্রমকে গম্ভীর তাৎপর্যপূর্ণ করত। সে ছিল চমৎকার লোক এবং তার ঐ খুঁতটুকু না থাকলে যে কোন মেয়ে তাকে বিয়ে করতে পেলে খুশী হত...। কিন্তু গারাসিমকে নিয়ে যাওয়া হল মস্কোতে, কিনে দেওয়া হল এক জোড়া তোলা বুট। তার জন্যে তৈরী হল গ্রীষ্মের উপযোগী কোট আর শীতকালের জন্যে ভেড়ার চামড়ার কোট। হাতে দেওয়া হল ঝাঁটা আর কোদাল এবং করে দেওয়া হল তাকে ঝাড়ু বরদার-চৌকিদার।

প্রথমে তার নতুন জীবন বড় ক্লান্তিকর মনে হত। খুব ছোটবেলা থেকে সে মাঠের কাজ আর গ্রামের জীবনেই অভ্যস্ত ছিল। আপন বিকলাঙ্গতার জন্যে মানুষের সঙ্গ থেকে বিচ্যুত থেকে সে বেড়ে উঠেছিল এক বোবা জোয়ান হয়ে, উর্বর মাটিতে একটা গাছের মত...। তাকে যখন সহরে আনা হল সে বুঝতে পারত না তার কি হয়েছে এবং মূক বিস্ময়ে কষ্ট পেত বুক-সমান উঁচু ডগডগে ঘাসে ভরা মাঠ থেকে ধরে আনা একটা তাজা স্বাস্থ্যপূর্ণ ষাঁড়ের মত, যখন তার প্রকাণ্ড দেহটাকে রেলগাড়িতে হুহু করে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল কখনো ধোঁয়ার কুণ্ডলীর মধ্যে দিয়ে, কখনো বা আগুনের ফুলকির ছ্যাঁকা খেয়ে ভগবান জানেন

কোথায়! ক্ষেত-খামারে কঠিন পরিশ্রমের কাজের পর তার নতুন চাকরীতে গারাসিমকে যে কাজ করতে হত তা তার কাছে নগণ্য; আধঘণ্টার মধ্যে সে তার কাজ সেরে ফেলে বাকি দিনটা উঠোনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে পথচারী লোকদের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে কাটাত, যেন তাদের মুখের চেহারা থেকে তার এই গোলমেলে অবস্থার একটা মানে খুঁজে পেতে চাইত। কখনো বা সে একটা কোণে গিয়ে ঝাঁটা আর কোদাল দূরে ছুড়ে ফেলে হুমড়ি খেয়ে মাটিতে মুখ গুঁজে পড়ে থাকত ঘণ্টার পর ঘণ্টা চুপচাপ — ঠিক যেন একটা কলে-পড়া জন্তু। কিন্তু মানুষের সবই সয়ে যায় এবং গারাসিমেরও শেষ পর্যন্ত সহুরে জীবন সয়ে এল। তার কাজ ছিল খুব কম; তার মোট কাজের ভার ছিল এই — উঠোন পরিষ্কার রাখা, দিনে দুবার পিপে ভরে জল আনা, স্টোভগুলোর জন্যে কাঠ এনে কুচোন, অজানা লোকদের উঠোনে ঢুকতে না দেওয়া আর রাত্রে চৌকি দেওয়া। একথা মানতেই হবে যে সে তার কর্তব্য প্রাণপণে পালন করত: উঠোনের ওপর কখনও কোনো আবর্জনা, এমনকি একটি কুটোও পড়ে থাকত না; জলের পিপে বয়ে আনবার জন্যে তাকে যে ডিগডিগে ঘোড়ায়

টানা গাড়ীটা দেওয়া হয়েছিল তার চাকা দুর্যোগের মধ্যে কোথাও আটকে গেলে সে কেবল এক কাঁধ দিয়ে মারত এক ঠেলা আর গাড়ীঘোড়া একসঙ্গে গড়গড় করে এগিয়ে যেত; যখন সে কাঠ কুচোত তখন তার কুড়ুল আওয়াজ করত ঠন্‌ঠন্‌, আর কাঠের কুঁদো আর কুচিগুলো চারদিকে ছুটত; অজানা লোক আসবে কি, সেই যে এক রাত্রে সে দুটো চোর ধরে তাদের মাথায় মাথায় এমন জোরে ঠুকেছিল যে তাদের আর থানায় নিয়ে যাবার মোটেই দরকার হয়নি—তখন থেকে আশপাশের রাস্তার সকলে তাকে গভীর শ্রদ্ধার চোখে দেখত; এমনকি দিনের বেলাতে অতি নিরুপদ্রব লোকেরাও উঠোনে ঢুকে ঐ প্রকাণ্ড চৌকিদারের চোখে পড়ামাত্র প্রাণপণে হাত নাড়ত আর চীৎকার করত, যেন সে কতই শুনতে পেত ওরা কি বলছে। বাড়ীর অন্য চাকরবাকরের সঙ্গে গারাসিমের সদ্ভাবই ছিল; তাদের সঙ্গে সম্পর্কটা অবশ্যই বন্ধুত্বের ছিল না; তারা ওকে ভয় করত। কিন্তু ও তাদের আপন বলেই ভাবত। ইঙ্গিতে ভাববিনিময় হলেও ও তাদের কথা বুঝতে পারত, সমস্ত আদেশ ঠিক ঠিক পালন করত, কিন্তু নিজের অধিকার সম্বন্ধে সে সর্বদাই সচেতন থাকত এবং টেবিলে তার জায়গাটিতে বসতে কারো সাহস

ছিল না। গারাসিম বড় ধীর গম্ভীর স্বভাবের ছিল, নীতিজ্ঞান তার টনটনে, আর সববিষয়ে নিয়মমাফিকতা তার বড় পছন্দ ছিল; মোরগগুলো পর্যন্ত তার সামনে লড়াই করতে ভয় পেত, জানত যে তাদের লড়াই করতে দেখলে সে তাদের ঠ্যাং ধরে উঁচুতে বোঁ বোঁ করে ঘুরিয়ে দূরে ছুড়ে দেবে। কর্ত্রীর উঠোনে হাঁস থাকত, মুরগী থাকত। কিন্তু সবাই জানে হাঁসরা কেমন সুবুদ্ধি, ভারিক্কি জাতের জীব; তাই গারাসিম তাদের সম্ভ্রমের চোখে দেখত, যত্ন নিত, খাওয়াত; সে নিজেও ছিল যেন একটি অতি সম্ভ্রান্ত হাঁসের মত। রান্নাঘরের ওপরে একটি ছোট্ট কামরা তার থাকার জন্যে বরাদ্দ হয়েছিল; সেখানে সে নিজের পছন্দ মত জিনিষপত্র গুছিয়েছিল আর তার বিছানা করেছিল চারটে কাঠের কুঁদোর ওপর ওক-তক্তা বিছিয়ে একটা দৈত্যের শোবার মত বিছানা; তার ওপর এক টনের বেশী বোঝা চাপালেও একটু ঝুলে পড়ত না; বিছানার নীচে ছিল একটা শক্ত বাক্স; এক কোণে তেমনি জবরদস্ত এক টেবিল আর টেবিলের ধারে একটা তেপায়া টুল। সেটা আবার এমনি বেঁটেখাটো আর নিরেট মজবুত ছিল যে গারাসিম নিজেই কখনো কখনো সেটাকে তুলে আছাড় দিত

আর হেসে খুন হত। ঘরের দরজা বন্ধ করা হত এক প্রকাণ্ড তালা দিয়ে, যার চাবি সর্বদা থাকত গারাসিমের কোমরবন্ধে। আর কেউ তার ঘরে যায় এ তার মোটেই পছন্দ ছিল না।

এক বছর সহরে বাস করার পর গারাসিমের জীবনে এল এক ছোট অপ্রত্যাশিত ঘটনা।

যাঁর কাছে সে চৌকিদার ছিল সেই বৃদ্ধা মহিলা পুরাতন প্রথার বড় ভক্ত ছিলেন এবং বহু পরিচারক রেখেছিলেন: তাঁর বাড়ীতে শুধু ধোপানী, মেয়ে দরজী, পুরুষ দরজী, ছুতোর, পোষাক বানানেওয়ালা এরাই থাকত না, আরো থাকত ঘোড়ার জিনকার, সে আবার পশুর ডাক্তারও ছিল এবং চাকরবাকরদের মধ্যে একজন ডাক্তার। তাঁর নিজের জন্যে একজন খাস বাড়ীর ডাক্তার ছিল এবং সর্বোপরি ছিল কাপিতন ক্লিমভ নামে এক পাঁড় মাতাল, সে জুতো তৈরী করত। ক্লিমভ নিজের সম্বন্ধে মনে করত যে তার প্রতি অবিচার হয়েছে; তার মত একজন শিক্ষিত সহুরেকে অযথা মস্কোর সহরতলীতে থাকতে বাধ্য হতে হচ্ছে এবং তার গুণের উচিত কদর হচ্ছে না। সে নিজে বলত, জোরের সঙ্গে এবং বুক চাপড়ে বলত, যে তার মদ খাওয়া ছিল

শুধু দুঃখ ভুলে থাকার জন্যে। একদিন বাড়ীর কর্ত্রী তার কথা সর্দার-খানসামা গাভ্রিলোকে বললেন। গাভ্রিলোর হলদেপানা চোখ আর পাতিহাঁসের ঠোঁটের মত চ্যাপ্টা নাক দেখে মনে হত সে একজন পদস্থ লোক হবারই যোগ্য। কর্ত্রী কাপিতনের দুশ্চরিত্রতার জন্যে দুঃখ প্রকাশ করলেন—তার আগের দিনই তাকে রাস্তায় পাওয়া গিয়েছিল বেহেড মাতাল অবস্থায়।

হঠাৎ তিনি বললেন, 'আচ্ছা, ওর যদি বিয়ে দিয়ে দিই, গাভ্রিলো? তুমি কি বল? হয়ত ও তাহলে থিতু হবে।'

গাভ্রিলো বলল, 'আজ্ঞে, ওর বিয়ে আপনি নিশ্চয় দিতে পারেন। সেটা খুব ভালই হবে।'

—হুঁ, কিন্তু ওকে বিয়ে করবে কে?

—বিলক্ষণ! আপনি যা বলবেন। হাজার হোক, ও কোন বিষয়ে ভাল হতেও পারে—অন্ততঃ অন্যদের চেয়ে ও এমন বেশী খারাপ নয়।

—আমার চোখে পড়েছে তাতিয়ানাকে ওর খুব পছন্দ।

গাভ্রিলো একটু আপত্তি করতে গিয়ে একেবারে ঠোঁট চেপে রইল।

—হ্যাঁ।... তাতিয়ানার সঙ্গেই ওর বিয়ে দেব।—এই স্থির করে কর্ত্রী খুশীমুখে এক চিমটি নস্যি নিয়ে বললেন: 'শুনতে পেলে আমার কথা?'

—আজ্ঞে হ্যাঁ, ঠাকরুণ,—বলেই গাভ্রিলো সরে পড়ল।

তার নিজের ঘরে ফিরে গিয়ে (ঘরটা ছিল বাড়ীটার একটেরে আর লোহাবাঁধান সিন্দুকে ভর্তি), গাভ্রিলোর প্রথম কাজ হল তার বৌকে সে-ঘর থেকে বিদেয় করে জানলায় বসা—ভাববার জন্যে। কর্ত্রীর আচমকা হুকুমে তাকে দিশেহারা করে দিয়েছে মনে হল। খানিকক্ষণ ভেবে, উঠে দাঁড়িয়ে সে কাপিতনকে ডেকে পাঠাল। কাপিতন এল...। কিন্তু পাঠকদের এই দু'জনের কথাবার্তা বলার আগে, যে তাতিয়ানার সঙ্গে বিয়ের কথা এবং যে কারণে হুকুম গাভ্রিলোকে দিশেহারা করেছিল এই সম্বন্ধে কিছু বলা অন্যায় হবে না।

তাতিয়ানা ছিল ধোপানীদের একজন, কিন্তু কাজে সে এত ভাল আর এত তার অভিজ্ঞতা যে তাকে শুধু সবচেয়ে ভাল আর দামী কাপড় কাচতে দেওয়া হত। তার বয়েস প্রায় আটাশ, মাথায় ছোট, রোগা, শণের মত চুল, আর বাঁ গালে ছিল তিল। রাশিয়াতে বাঁ গালে তিল বড় অলক্ষুণে; মনে করা হয় ওতে জীবন অসুখী হবে...।

অবশ্য তাতিয়ানার ভাগ্যকে হিংসা করার কিছু ছিল না। অতি অল্প বয়েস থেকেই সে খেটে মরেছে, একা দুজনের সমান কাজ করেছে এবং কখনো কারো কাছ থেকে স্নেহের ছিটে ফোঁটাও পায়নি; সবসময়েই তার জামাকাপড় অতি গরীবের মত আর তার মাইনে নেহাৎ কম; বলতে গেলে তার আত্মীয়স্বজন কেউ ছিল না: কেবল এক বুড়ো কাকা যে একসময়ে খানসামার কাজ করত কিন্তু এখন অকেজো বলে গাঁয়ে পড়ে থাকত, আর গোটাকয়েক চাষাভুষো কাকা কিম্বা মামা, তাছাড়া কেউ না। তার বয়েসকালে তাকে সুন্দরী বলা চলত, কিন্তু খুব শীগ্‌গির বেচারী রূপ খুইয়েছিল। সে ছিল অতি শান্ত, এমনকি সন্ত্রস্ত, নিজের ভাগ্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন এবং সকলের ভয়ে নিদারুণ ভীত; সময়ে কাজ শেষ করা ছাড়া তার আর কোন চিন্তা ছিল না, কখনো কারো সঙ্গে কথা বলত না, আর কর্ত্রীর নামেই কাঁপত, যদিও তিনি তার মুখ চিনতেন কিনা সন্দেহ। গারাসিম যখন গাঁ থেকে এল তখন তার প্রকাণ্ড শরীর দেখে বেচারী ভয়ে প্রায় মরে। যতদূর সাধ্য সে তাকে এড়িয়ে চলত, আর যদি কখনো বাড়ী থেকে উর্ধ্বশ্বাসে ধোবিখানা যাবার পথে হঠাৎ তার কাছাকাছি এসে পড়ত তাহলে চোখ

নামিয়ে পালাত। প্রথম প্রথম গারাসিম ওকে গ্রাহ্য করেনি, কিন্তু পরে সে ওকে দেখলেই হাসত, তার দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকাত এবং শেষাশেষি তাতিয়ানা যেখানেই থাকুক তার চোখ সেইদিকেই ফিরত। হয়ত ওর শান্ত মুখভাব আর ভীরু আনাগোনাই তাকে আকৃষ্ট করত—কে বলতে পারে। অবশেষে একদিন যখন সে কর্ত্রীর একটা মাড় দেওয়া খড়খড়ে ব্লাউজ সযত্নে আঙুলে ধরে উঠোন পার হচ্ছিল তখন টের পেল কে যেন তার কনুইটা কষে চেপে ধরেছে। ফিরে তাকিয়েই সে চীৎকার করে উঠল: তার ঠিক পেছনে দাঁড়িয়ে গারাসিম। বোকা বোকা হাসি টেনে আর একরকম মিষ্টি ব্যা ব্যা শব্দ করে সে তার দিকে বাড়িয়ে ধরেছে একটা সোনালি ল্যাজ আর ডানাওয়ালা মোরগের মত দেখতে একরকমের কেক। না-বলবার আগেই সেটাকে ওর হাতে জোর করে গুঁজে দিয়ে, মাথা নেড়ে, শেষবার সেইরকম ব্যা ব্যা শব্দ করে চলে গেল। সেইদিন থেকে তাতিয়ানার আর রেহাই ছিল না। যেখানে সে সেখানে গারাসিম—ওর সামনে এগিয়ে আসত হাসতে হাসতে, অদ্ভুত শব্দ করে, হাত নেড়ে, হয়ত বা হঠাৎ শার্টের নীচের থেকে একটা রঙীন ফিতে ফস্ করে টেনে জোর করে ওর হাতে

গুঁজে দিত, কিম্বা তার সামনের থেকে ধূলো ঝেড়ে দিত। বেচারা মেয়েটি মোটে ভেবে পেত না কেমন ব্যবহার করবে বা কি করবে। শীগ্‌গিরই বাড়ীর সমস্ত লোক বোবা চৌকিদারের পাগলামির কথা জেনে ফেলল; তাতিয়ানার ওপর ঠাট্টা, টিট্‌কিরি আর তীক্ষ্ণ কথার বৃষ্টি হতে থাকল। কিন্তু গারাসিমকে ঠাট্টা করার মত সাহস কারো ছিল না: সে ঠাট্টা পছন্দ করত না; সেইজন্যে তার সামনে তাতিয়ানাকে কেউ জ্বালাতন করত না। বেচারীর পছন্দ হোক আর না হোক, গারাসিম তার রক্ষাকর্তার মত হয়ে উঠল। সব বোবাকালার মতই ও খুব চালাক ছিল। ওদের দুজনের কাউকে নিয়ে লোকে হাসিঠাট্টা করলে ঠিক বুঝতে পারত। একদিন তাতিয়ানার ওপরওয়ালী তত্ত্বাবধায়িকা তাকে এমন বকতে লাগল যে বেচারী ভেবে পায় না কি করবে এবং জ্বালাতন হয়ে প্রায় কেঁদে ফেলে। হঠাৎ গারাসিম উঠে দাঁড়িয়ে তার মস্ত হাতের থাবাখানা বাড়িয়ে সেই মেয়েটার মাথায় রেখে তার মুখের দিকে এমন কটমট করে তাকাল যে সে টেবিলের ওপর কুঁকড়ে নীচু হয়ে গেল। কেউ একটা কথা বলল না। গারাসিম তার চামচে আবার তুলে নিয়ে সূপ খেতে লাগল। সবাই বিড়বিড় করে বলতে লাগল, ‘বোবা শয়তান।’ আর

সেই মেয়েটা উঠে ঝি-চাকরদের ঘরে চলে গেল। আর একবার কাপিতন — যে কাপিতনের কথা বলছিলাম — তাতিয়ানার সঙ্গে বড় বেশী-মাখামাখিভাবে কথা বলছিল দেখে তাকে ডেকে গাড়ী রাখার ঘরে নিয়ে গিয়ে কোণে দাঁড় করান একটা বম হাতে নিয়ে মৃদু অথচ বেশ অর্থপূর্ণভাবে শাসিয়ে দিয়েছিল। এর পর আর কেউ তাতিয়ানার সঙ্গে গল্প করতে সাহস করত না। সেই তত্ত্বাবধায়িকা নিজেদের ঘরে গিয়ে সত্যি সত্যি মূর্ছা গিয়েছিল এবং পরে সে কোনোরকমে গারাসিমের জবরদস্তির কথা কর্ত্রীর কাণে তুলেও ছিল; কিন্তু সেই খামখেয়ালী বৃদ্ধা মহিলা হেসে কুটোপাটি, সেই ক্ষুব্ধা স্ত্রীলোকটির তাতে রাগ হচ্ছিল, আবার তিনি হুকুম করলেন ফের বলতে কেমন করে গারাসিম ভারী হাত দিয়ে তার মুণ্ডু নুইয়ে দিয়েছিল এবং পরের দিন তিনি গারাসিমকে একটা রূপোর রুব্‌ল্ পাঠিয়ে দিলেন। তিনি বিশ্বাসী এবং জোয়ান চৌকিদার হিসাবে তার কদর করতেন। গারাসিম কিন্তু তাঁকে ভীষণ ভয় করত অথচ তাঁর দয়ার ওপর ভরসাও রাখত; সে তোড়জোড় করছিল তাঁর কাছে গিয়ে তাতিয়ানাকে বিয়ে করবার অনুমতি চাইতে। কেবল সে অপেক্ষা করছিল সর্দার-খানসামা তাকে যে নতুন কোট দেবে বলেছিল সেইটে

পাবার, যাতে সে ভব্য পোষাকে কর্ত্রীর সামনে হাজির হতে পারে। এমন সময় তাঁর মাথায় ঢুকল তাতিয়ানার সঙ্গে কাপিতনের বিয়ে দেবার কথা।

বাড়ীর কর্ত্রীর সঙ্গে কথাবার্তার পর সর্দার-খানসামা গাভ্রিলোর অস্বস্তির কারণটা পাঠক এখন সহজেই বুঝতে পারবেন। জানলায় বসে বসে সে ভাবল, 'কর্ত্রী ঠাকরুণ গারাসিমকে অবশ্যই পছন্দ করেন (গাভ্রিলো এটা ভাল করেই জানত আর সেই জন্যে সে নিজেও তাকে প্রশ্রয় দিত), হাজার হোক, ও একটা বোবা প্রাণী; কিন্তু আমি ত' কর্ত্রীকে বলতে পারি না যে গারাসিম তাতিয়ানার সঙ্গে প্রেম করছে। তাছাড়া ও আবার কি রকম স্বামী হবে? কিন্তু শয়তানটা যদি টের পায় যে তাতিয়ানার বিয়ে হবে কাপিতনের সঙ্গে তাহলে সমস্ত বাড়ীটা ভেঙে তছনচ করবে— হ্যাঁ করবেই ও; দানবটাকে ত' বোঝান যায় না! ভগবান আমার ওপর দয়া করুন—পাপীতাপী মানুষ আমি—ও যে কোন বিচারের কথাই শুনবে না, কিছুতে না...'

কাপিতন আসাতে গাভ্রিলোর চিন্তার সূত্র ছিঁড়ে গেল। ফুর্তিবাজ জুতোসেলাইওয়ালা এল; হাত দুখানা পেছনে ধরে, ডান পা'টা বাঁ পায়ের ওপর দিয়ে, মাথা ঝাঁকিয়ে, কোন

তোয়াক্কা না রেখে দেয়াল ঠেস দিয়ে দাঁড়াল। ভাবখানা এই—এই ত' আমি এসেছি, কি চাও আমার কাছে?

গাব্রিলো কাপিতনকে ভাল করে দেখে নিয়ে জানলার ধারিতে আঙুলের টোকা মেরে চলল। কাপিতন তার ঘোলাটে চোখ দুটো শুধু একটু কোঁচকাল কিন্তু দৃষ্টি নামাল না; খোঁচা খোঁচা শণের মত চুলের মধ্যে আঙুল চালাতে চালাতে সে বরং একটু হাসল। যেন বলতে চায়—এই ত' আমি দাঁড়িয়ে, আমার দিকে ড্যাবড্যাব করে তাকাচ্ছ কেন?

—খাসা লোক,—একটু থেমে গাব্রিলো বলল,—খাসা লোক যা হোক!

কাপিতন খালি কাঁধটা একটু নাড়াল আর মনে মনে বলল, 'তুমি নিজে কি কিছু ভাল নাকি?'

—তাকিয়ে দেখ, একবার নিজের দিকে তাকিয়ে দেখ,—গাব্রিলো বলে চলল: 'এমন মূর্তি কখনো দেখেছ?

কাপিতন ধীর সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে তার পুরানো ছেঁড়া কোট, তালিমারা পেণ্টুলন, ছেঁড়া জুতো—বিশেষ করে যে পা'টির ডগার ওপরে তার ডান পাখানা অবহেলে চাপান ছিল—এই সবের দিকে তাকিয়ে উত্তর দিল, 'তাতে হয়েছে কি?'

—তাতে হয়েছে কি?—গাভ্রিলো প্রতিধ্বনি করল,—হয়েছে কি? লোকটা বলে: কি হয়েছে? তোমায় দেখাচ্ছে ঠিক শয়তানের মত—ভগবান আমাকে ক্ষমা করুন—হ্যাঁ, ঠিক তাই দেখাচ্ছে তোমায়।

কাপিতন খুব তাড়াতাড়ি চোখ পিট্‌পিট্ করে মনে মনেই বলল, 'বলে যাও, গাভ্রিলো আন্দ্রেয়িচ, শাপান্ত কর আমায়।'

গাভ্রিলো ফের সুরু করল, 'তুমি আবার মাতাল হয়েছিলে। হওনি? ফের মাতাল।'

—আমার স্বাস্থ্য খারাপ বলে আমি একটু মদ্যপান করেছিলাম ঠিকই।

—স্বাস্থ্য খারাপ না আরো কিছু!... আসলে তুমি যথেষ্ট প্রহার খাওনি—আর কিছু না। পিটার্সবুর্গে কাজ শিখেছ তুমি... ছাই শিখেছ সেখানে। ভাতকাপড়ের যোগ্য নও তুমি।

—ও কথা যদি বল, গাভ্রিলো আন্দ্রেয়িচ, একমাত্র ভগবানই আমার বিচারকর্তা—আর কেউ নয়। তিনিই জানেন আমি কি রকম লোক এ জগতে ভাতকাপড়ের যোগ্য কিনা। আর মাতাল হবার কথা যে বলছ—এবার

আমার দোষ ছিল না। আমার এক বন্ধুই আমাকে কুপথে টেনে নিয়ে গিয়ে আমাকে একলা ফেলে পালাল, আর আমি ...

—আর তুমি রাস্তায় পড়ে রইলে, গাধা কোথাকার। তুমি গোল্লায় গেছ—হ্যাঁ, তাই গেছ তুমি। কিন্তু আমার বক্তব্য শুধু তাই নয়,—বলে চলল সর্দার-খানসামা,—শোন আমার কথা। কর্ত্রী ঠাকরুণ ...—এই অবধি বলে চুপ করে গিয়ে আবার বলল,—কর্ত্রী ঠাকরুণ চান যে তুমি বিয়ে কর শুনতে পাচ্ছ? তিনি মনে করেন তুমি বিয়ে করলেই থিতু হবে। বুঝেছ?

—শুনছি তোমার কথা।

—বেশ, তাহলে আমার মতে তোমার দরকার এমন একজন যে শক্ত হাতে তোমার সমস্ত ভার নেবে। এ অবিশ্যি কর্ত্রীর মাথাব্যথা। তাহলে? তুমি রাজী?

কাপিতন দাঁত বের করে হেসে ফেলল।

—গাভ্রিলো আন্দ্রেয়িচ, পুরুষের বিয়ে করা ভালই: আর আমার কথা যদি বল, আমি সানন্দে রাজী।

গাভ্রিলো মনে মনে বলল, 'এ ত' বেশ কথা। দেখছি লোকটা বেশ স্পষ্ট করেই মনের কথা বলতে পারে।' তারপর

শুনিয়ে বলল, ‘কিন্তু তোমার জন্যে যে কনে বেছেছেন সেটি সুবিধের নয়...’

—কে, শুনি...

— তাতিয়ানা।

— তাতিয়ানা?...

বলেই কাপিতন চোখ পিট্‌পিট্‌ করে দেয়াল থেকে সরে গেল।

— আরে, চমকাও কেন? তাকে পছন্দ নয়?

— নিশ্চয় তাকে আমার পছন্দ, গাভ্রিলো আন্দ্রেয়িচ, বেশ মেয়ে, খুব খাটিয়ে মেয়ে আর খুব কথা শোনে...। কিন্তু তুমি ত' ভাল করেই জান, গাভ্রিলো আন্দ্রেয়িচ, সেই ভূতটা, সেই ব্যাটা কাগতাড়ুয়া ওর পিছনে লেগে আছে···

— জানি ভায়া, আমি সব ব্যাপার জানি,— সর্দার-খানসামা বলে উঠল বিরক্ত হয়ে,—কিন্তু···

— আরে, গাভ্রিলো আন্দ্রেয়িচ! ও আমাকে মেরে ফেলবে, সত্যিই মেরে ফেলবে— একটা মাছি চেপে মারার মত সহজে; কী তার হাত— তুমি ত' জানই তার হাতের

বহরখানা কি রকম, ঠিক মিনিন আর পোজার্‌স্কির* মত। কালা, তাই মারে যখন, কাণে শুনতে পায় না! ঠিক যেন ঘুমের ঘোরে হাত চালাচ্ছে। আর ওর হাত থেকে নিস্তার নেই; কেন? বেশ জান কেন, গাভ্রিলো আন্দ্রেয়িচ। কারণ ও কাণে কালা, উপরন্তু নিরেট বোকা। একটা বুনো জানোয়ার, একটা পাথরের মূর্তি—তার চেয়েও খারাপ—একটা নিরেট কাঠের কুঁদো। ওর হাতে আমি শাস্তি সইব কেন? অবিশ্যি আর কোন পরোয়া নেই আমার—ভাগ্যে যা ঘটে ঘটুক। আমার কপালে এত ঘটেছে, এত সয়েছি আমি, এখন আমি যেন পুরানো মাটির হাঁড়ির মত চ্যাপচেপে। কিন্তু হাজার হলেও আমি মানুষ ত', সত্যিই একটা ভাঙা হাঁড়ি নই।

—জানি, জানি, আর বলতে হবে না...

—হে ভগবান!—আকুল হয়ে বলতে লাগল সে—এর শেষ কখন? কখন, হে ভগবান? কি হতভাগা আমি!

---

* সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে রুশদেশ আক্রমণকারী পোল'দের বিরুদ্ধে এই দুই অতি পরাক্রান্ত নেতা অদ্ভুত বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে তাদের পরাস্ত করেছিলেন।

এই কপাল আমার... ভেবে দেখ একবার। আমি যখন নেহাৎ ছেলেমানুষ ছিলাম, আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়ে, আমার ওস্তাদ, জাতে জার্মান, আমার দেশের লোকের হাতে আমায় মার খাওয়াত। আজ এতখানি বয়সে আমার দশাটা দেখ...

—তুমি একটা না-লায়েক,—গাভ্রিলো বলল,—এ রকম প্যানপ্যান করে লাভ কি?

—না করি কি করে গাভ্রিলো আন্দ্রেয়িচ? মারের ভয় আমি করি না। একলা একলা যদি আমার প্রভু আমায় শাস্তি দেয় আমি মাথা উঁচু করে থাকতে পারি, যতক্ষণ অন্যের সামনে আমার বেইজ্জৎ না হয়, কিন্তু ঐ রকম একটা জন্তুর হাতে এমন দুর্ভোগ...

—ঢের হয়েছে। যাও, ভাগো।—তাকে থামিয়ে দিয়ে অধীরভাবে চেঁচিয়ে উঠল গাভ্রিলো।

ক্লিমভ ফিরে গুটিগুটি চলে গেল।

—আচ্ছা, ওর কথা বাদ দিলে তুমি রাজী হবে?—গাভ্রিলো পেছন থেকে হেঁকে বলল।

—উচ্চকণ্ঠে আমার সম্মতি ঘোষণা কচ্ছি,—যেতে যেতে বলল কাপিতন।

আপৎকালেও তার বাহারে কথার কমতি ছিল না।

সর্দার-খানসামা ঘরের মধ্যে বারকয়েক পায়চারি করল।

—আচ্ছা, এখন তাতিয়ানাকে ডেকে দাও,—অবশেষে বলল সে।

মিনিট কয়েক পরে তাতিয়ানা নিঃশব্দপায়ে এসে দরজায় দাঁড়াল।

মৃদুকণ্ঠে বলল, 'আপনি আমায় ডেকে পাঠিয়েছিলেন, গাভ্রিলো আন্দ্রেয়িচ?'

গাভ্রিলো তার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল। তারপর বলল, 'আচ্ছা তাতিয়ানা, বিয়ে করবে? কর্ত্রী তোমার জন্যে একটি পাত্র স্থির করেছেন।'

—হ্যাঁ, গাভ্রিলো আন্দ্রেয়িচ,—সে বলল। তারপর ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল,—আমার জন্যে তিনি কোন পাত্র স্থির করেছেন?

—কাপিতন জুতোসেলাইওয়ালা।

—আজ্ঞে, হ্যাঁ।

—আমি জানি, ও একটু বেসামাল লোক। কিন্তু এ বিষয়ে কর্ত্রী তোমার ওপর নির্ভর করছেন।

—আজ্ঞে, বেশ।

—ঐ বোবা গারাস্কাটাকে নিয়েই যত বিপদ... সে যে আবার তোমার সঙ্গে প্রেম করছে। ঐ ভাল্লুকটার ভালবাসা তুমি কি করে আকর্ষণ করলে? জানো ত', ও তোমায় মেরেই ফেলবে, ওটা ত' একটা ভাল্লুক বিশেষ।

—নিশ্চয়ই তাই, গাভ্রিলো আন্দ্রেয়িচ, ও নিশ্চয় আমাকে মেরে ফেলবে।

—মেরে ফেললেই হল?... দেখে নেবো আমরা। বলছ কিনা খুন করে ফেলবে? ওর কি অধিকার আছে খুন করবার? নিজেকে জিজ্ঞেস কর ত'।

—ওর অধিকার আছে কি নেই, আমি জানি না, গাভ্রিলো আন্দ্রেয়িচ।

—বেশ মেয়ে ত' তুমি! ওকে কিছু কথা দাওনি ত'?...

—কি বললেন?

গাভ্রিলো চুপ করে গেল আর ভাবতে লাগল মেয়েটা সত্যিই বড় ভালমানুষ। তারপর বলল, 'বেশ কথা, আমরা পরে আবার এ নিয়ে আলোচনা করব। তুমি এখন যাও, তান্যুশা; দেখতে পাচ্ছি তুমি গোলমাল করবার মেয়ে নও।'

তাতিয়ানা ফিরে গেল। ঘর থেকে বেরোবার সময় মাথার ওপরে দরজাটা আল্‌তোভাবে ছুঁয়ে গেল।

সর্দার-খানসামা নিজের মনেই বলল, 'হয়ত কালকের মধ্যেই কর্ত্রী ঠাকরুণ এ বিয়ের কথা ভুলে যাবেন। আমি এ নিয়ে মাথা ঘামাই কেন? আমরা গুণ্ডাটার একটা ব্যবস্থা করবই—দরকার হলে পুলিসে দেব...' তারপর চেঁচিয়ে তার স্ত্রীকে ডাকল:

—উস্তিনিয়া ফিওদরভ্‌না, সামোভারটা গরম কর ত' প্রিয়ে...

তাতিয়ানা সমস্তদিন কাপড় কাচার ঘর থেকে বেরোলই না। প্রথমে সে একটু কাঁদল, কিন্তু শীগ্‌গিরই চোখের জল মুছে আগের মত কাজ করতে লাগল। কাপিতন অনেক রাত পর্যন্ত ভাটিখানায় বসে রইল এক বিষণ্ন চেহারার বন্ধুর সঙ্গে। পিটার্সবুর্গে এক ভদ্রলোকের চাকর হয়ে থাকবার সময়ে তার জীবনে কি কি ঘটেছিল তার বিস্তারিত বিবরণ দিল বন্ধুটিকে। সেই ভদ্রলোক প্রভু হিসাবে মন্দ ছিলেন না, কিন্তু কাজের একচুল এদিক ওদিক চলত না তাঁর কাছে; তাঁর বিশেষ দুর্বলতা ছিল মদের ওপর অত্যধিক আসক্তি আর কোন মেয়েকে হাতে পেয়ে ছেড়ে না দেওয়া... সে যা কিছু বলে তার বিষণ্ন চেহারার বন্ধুটি সব তাতেই সায় দেয়; কিন্তু শেষে যখন কাপিতন বলে বসল যে কোন

বিশেষ কারণবশতঃ তাকে পরের দিন আত্মহত্যা করতেই হবে তখন বন্ধুটি বলল রাত বড় বেশী হয়ে যাচ্ছে। মুখ গোমড়া করে নিঃশব্দে দুই বন্ধু পরস্পর বিদায় নিল।

ইতিমধ্যে কিন্তু সর্দার-খানসামা যা আশা করেছিল তা হল না। কাপিতনের বিয়ের চিন্তা বৃদ্ধাকে এমন পেয়ে বসেছিল যে তিনি সে রাত্রে তাঁর এক পরিচারিকার সঙ্গে এ ছাড়া আর কোন কথা বললেন না। এই পরিচারিকাকে বাড়ীতে রাখা হয়েছিল শুধু কর্ত্রীর অনিদ্রার সময় তাঁর সঙ্গে গল্প করে ভুলিয়ে রাখবার জন্যে আর দিনের বেলায় সে ঘুমোত যেন রাতের গাড়োয়ান। সকালে চা খাওয়ার পর গাভ্রিলো যখন কর্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে গেল তাঁর প্রথম প্রশ্ন হল: বিয়ের তোড়জোড় কেমন এগোচ্ছে? সে অবশ্য জবাবে বলল যে খাসা এগিয়ে চলেছে, এবং কাপিতন সেই দিনই তাঁকে সেলাম জানাতে আসবে। কর্ত্রীর শরীর খুব ভাল লাগছিল না এবং তিনি বেশীক্ষণ কাজের কথায় ব্যস্ত রইলেন না। সর্দার-খানসামা তার নিজের ঘরে ফিরে এক মন্ত্রণা-সভা ডাকল। ব্যাপারটাতে নিশ্চয়ই বিশেষ মনোযোগ দেওয়া দরকার। তাতিয়ানা অবশ্য কোন আপত্তি তোলেনি, কিন্তু কাপিতন সকলকে বলল যে তার ঘাড়ে মাথা ত'

মোটে একটী, দুটো কি তিনটে নয়... গারাসিম বিষণ্ণভাবে ঝট্ করে সবাইয়ের দিকে দেখে নিল আর চাকরাণীদের ঘরের বারান্দা থেকে নড়লই না, যেন সে আন্দাজ করছিল যে তার বিরুদ্ধে একটা কিছু পাকান হচ্ছে। জমায়েৎ দলের মধ্যে একজন বুড়ো চাকর ছিল, ডাকনাম খ্বোস্ত খুড়ো, যার পরামর্শ সর্বদাই খাতির করে চাওয়া হত, যদিও কখনো সে 'বিলকুল ঠিক—হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক।' এর বেশী কিছু বলত না। ওরা ত' প্রথমেই নিরাপত্তার জন্যে কাপিতনকে জল ফিল্টার করার কুঠরীতে তালাবন্ধ করে দিল, তারপর গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হল। অবিশ্যি গায়ের জোরে কাজ সারা সহজ ব্যাপার; কিন্তু, ভগবান না করুন। কর্ত্রীর কাণে যদি গোলমাল পৌঁছয় তাহলে ভীষণ কাণ্ড হবে। কী করা যায়? অনেক ভেবে ভেবে তারা একটা সিদ্ধান্ত করল। প্রায়ই লক্ষ্য করা গিয়েছিল যে গারাসিম মাতাল মোটে দেখতে পারত না...। ফটকে বসে থাকবার সময় সে যদি দেখত কেউ একটু বেশী মদ খেয়ে টলমলে পায়ে টুপিটা কাণের ওপর টেনে তার পাশ দিয়ে যাচ্ছে তাহলে সে সর্বদাই রেগে মুখ ফিরিয়ে নিত। স্থির হল যে তাতিয়ানাকে শেখান হবে মাতলামির ভান করে টলতে টলতে গারাসিমের পাশ

দিয়ে যেতে। বেচারা মেয়েটা অনেকক্ষণ ধরে রাজী হয়নি, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকে ওরা রাজী করাল। আসলে সে নিজেই বুঝতে পারল যে তার ভক্তটির হাত এড়াবার আর কোন উপায় নেই। তাকে যেমন বলা হল সে তেমনি করল। কাপিতনকে কুঠরী থেকে ছেড়ে দেওয়া হল: হাজার হোক ব্যাপারটা ত' তারই। গারাসিম ফটকে একটা টুলের ওপর বসেছিল আর একটা কোদাল দিয়ে মাটিটা খোঁচাচ্ছিল...। এরা সবাই আনাচ-কানাচ থেকে, সমস্ত জানলার পর্দার আড়াল থেকে তাকে লক্ষ্য করতে লাগল...।

ফন্দিটা কাজে লাগল পূরোপূরি। তাতিয়ানাকে দেখে প্রথমে গারাসিম মাথা নেড়ে আগের মত আদরের ব্যা ব্যা শব্দ করেই, তারপর হাঁ করে তাকিয়ে থেকে কোদালখানা ফেলে দিয়ে লাফিয়ে উঠে কাছে এসে নিজের মুখটা একেবারে তাতিয়ানার মুখের কাছে নিয়ে এল...। ভয়ের চোটে বেচারী আরো টলতে টলতে চোখ বুঁজে ফেলল...। তার হাত ধরে হিড়হিড় করে উঠোনের মধ্যে দিয়ে টেনে নিয়ে গিয়ে যে ঘরে সবাই জটলা করছিল সেইখানে একেবারে কাপিতনের কাছে ঠেলে দিল। তাতিয়ানার ত' মূর্ছা যাবার উপক্রম...। গারাসিম মুহূর্তের জন্যে দাঁড়াল তার দিকে তাকিয়ে,

তারপর একটা দূরছাই ভঙ্গি করে আর হঠাৎ হেসে উঠে দুম্‌দাম্‌ করে ঘর থেকে বেরিয়ে নিজের কোটরে ঢুকে গেল। সারাদিন সারারাত সেখান থেকে বেরোল না। সে যখন ঘরের মধ্যে তখন আন্তিপ্‌কা সহিস দেয়ালের ফুটো দিয়ে উঁকি মেরে সবাইকে গিয়ে বলল যে গারাসিম হাতে মুখ রেখে একদম চুপচাপ বিছানার ওপর বসে আছে আর মাঝে মাঝে ব্যা ব্যা করে যেন গান গাইছে, তার মানে কচুয়ান কিম্বা গুণটানা মাল্লারা যেমন চোখ বুঁজে হেলেদুলে মাথা নেড়ে টেনে টেনে তাদের দুঃখের গান গায় তেমনি করছে। দেখে আন্তিপ্‌কার রক্ত হিম হয়ে গেছে আর সে ফুটো থেকে চোখ সরিয়ে নিয়েছে। পরের দিন যখন গারাসিম তার কোটর ছেড়ে বেরিয়ে এল তখন তার মধ্যে কোন বিশেষ পরিবর্তন দেখা গেল না। কেবল যেন আরো বিষণ্ণ, কাপিতন কিম্বা তাতিয়ানার দিকে ভ্রূক্ষেপও করল না। সেই দিনই সন্ধ্যায় তারা দুজনে কর্ত্রীর কাছে গেল এক একটা হাঁস বগলদাবা করে, আর এক সপ্তাহের মধ্যেই তাদের বিয়ে হয়ে গেল। বিয়ের দিনও গারাসিমের ব্যবহারে বিন্দু মাত্র ব্যতিক্রম দেখা গেল না; কেবল সে নদী থেকে জল না নিয়েই ফিরল—কি জানি কেমন করে

রাস্তায় সে পিপেটা ভেঙে ফেলেছিল; সেই রাত্রে আস্তাবলে তার ঘোড়াটাকে এমনি কষে দলাই মলাই করতে লাগল যে সেটা তার লোহার মত হাতের দলাইয়ের চোটে একবার এপায়ে একবার ওপায়ে ভর দিয়ে হাওয়ার মুখে শরের মত থরথর করতে লাগল।

এ সব ঘটনা ঘটেছিল বসন্তকালে। আর একটা বছর কাটল। এর মধ্যে কাপিতন সম্পূর্ণ মদের দাস হয়ে পড়ল আর তাকে একটা সম্পূর্ণ অকেজো লোক বলে স্ত্রীর সঙ্গে দূর গাঁয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হল। তার বিদায়ের দিন সে প্রথমটা ডোণ্টকেয়ার ভাব দেখিয়ে হেঁকে বলল যে তাকে যেখানেই পাঠান হোক, এমনকি সেখানে যদি ধোপানীদের কাপড়-ঠোকা কাঠগুলো আকাশে হেলান দেওয়া হয়, তাহলেও তার কিছু এসে যায় না; কিন্তু পরে সে ঘ্যান্‌ঘ্যান্‌ করতে লাগল তাকে অশিক্ষিত গেঁয়ো লোকদের মাঝে নির্বাসন দেওয়া হচ্ছে, আর শেষটায় এমন জবুথবু হয়ে পড়ল যে নিজের টুপিটা পর্যন্ত পরতে পারল না। একজন দয়াপরবশ হয়ে সেটার ডগাটা ঠিকঠাক করে ওর মাথার ওপরে থেবড়ে বসিয়ে দিল। যখন সব প্রস্তুত, গাড়োয়ানরা লাগাম বাগিয়ে কেবল 'শুভযাত্রা' কথাটির অপেক্ষা করছে, তখন গারাসিম

তার কোটর থেকে বেরিয়ে তাতিয়ানার কাছে গেল আর একবছর আগে তার জন্যে কেনা একটা লাল সূতী রুমাল স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে তার হাতে দিল। এতক্ষণ পর্যন্ত তাতিয়ানা তার জীবনের সব দুঃখকষ্ট সয়েছিল, কিন্তু আর পারল না; হঠাৎ কেঁদে উঠে, গাড়ীতে চড়বার আগে গারাসিমকে তিনবার চুমু খেল, অবিশ্যি আসল ক্রিশ্চিয়ান মতে। গারাসিম ইচ্ছে করেছিল সহরের ফটক পর্যন্ত সঙ্গে যাবে, তাই গাড়ীর পাশে পাশে চলতে লাগল। কিন্তু হঠাৎ ক্রিম্স্কি খেয়াঘাটে থেমে পড়ে, হাত নাড়িয়ে নদীর ধার দিয়ে উধাও হয়ে গেল।

সন্ধ্যা নেমে আসছিল। গারাসিম জলের দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ তার চোখে পড়ল একটা কি যেন জলের ধারে কাদার মধ্যে হাঁকপাঁক করছে। ঝুঁকে পড়ে সে দেখল একটা সাদার ওপর কালো ফুট্কিওয়ালা ছোট্ট কুকুরছানা বৃথাই চেষ্টা করছে জল থেকে ওঠবার; একবার করে পিছলে পড়ে যাচ্ছে, হাঁপাচ্ছে, আর তার লিক্লিকে ভিজে শরীরটা থরথর করে কাঁপছে। বেচারীকে দেখে গারাসিম একহাতে সেটাকে তুলে নিয়ে শার্টের ভাঁজের মধ্যে গুঁজে হন্হন্ করে বাড়ী ফিরে এল। নিজের কুঠরীতে

ফিরেই সে সদ্য রক্ষা করা কুকুরছানাটাকে বিছানায় রেখে তার ভারী কোটটা দিয়ে চাপা দিল, তারপর প্রথমে খড়ের জন্যে আস্তাবলে আর একটু দুধের জন্যে রান্নাঘরের দিকে দৌড়ল। খুব সাবধানে কোটটা একটু উল্টিয়ে তলায় খড় বিছিয়ে সে দুধের বাটিটা বিছানার ওপরে রাখল। বাচচাটার বয়েস মোটে তিন সপ্তাহ, সবে চোখ ফুটেছে; তার মধ্যে আবার একটা চোখ এখনও অন্যটার চেয়ে বড় দেখাচ্ছে; বাটি থেকে দুধ খেতে শেখেনি এখনও, খালি কাঁপছে আর চোখ পিট্‌পিট্‌ করছে। গারাসিম দুটো আঙুল দিয়ে সন্তর্পণে তার মাথাটা ধরে দুধের মধ্যে তার নাকটা ডুবিয়ে দিল। হঠাৎ কুকুরছানাটা লোভীর মত চক্‌চক্‌ করে দুধ খেতে আরম্ভ করল; তখনও সেটা কাঁপছে, ফ্যাঁচ্‌ফ্যাঁচ্‌ করছে আর মাঝে মাঝে দম আটকে যাচ্ছে। গারাসিম বসে বসে সেটার দিকে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ জোরে হেসে উঠল...। সারারাত সেটার যত্ন নিল গরম কাপড় জড়িয়ে গা ঘষে দিয়ে, তারপর তারই পাশে এক অজানা সুখের ঘুমে ঢলে পড়ল।

গারাসিম তার নতুন আশ্রিতটির এমন যত্ন নিতে লাগল যা কোন মা করে না তার শিশুসন্তানের জন্যে।

কুকুরটা দেখা গেল মাদী। প্রথমে সেটা ছিল যেমন দুর্বল তেমনি ছোট আর কুচিছুৎ দেখতে, কিন্তু পরে গায়ে সেরে তার চেহারাও ভাল হল আর মাস আষ্টেক পরে, তার রক্ষাকর্তার অবিশ্রাম যত্নের ফলে, সেটা হয়ে দাঁড়াল এক সুন্দর 'স্পেনীয় জাতের' কুকুর, লম্বা লম্বা কাণ, ঝাঁকড়া ল্যাজ আর বড় বড় বুদ্ধিতে উজ্জ্বল চোখওয়ালা। কুকুরটা গারাসিমের প্রচণ্ড ভক্ত হয়ে উঠল, এক মুহূর্তের জন্যে কাছ ছাড়ত না আর ল্যাজ নাড়তে নাড়তে সর্বদা তার পেছনে পেছনে ঘুরত। গারাসিম একটা নামও দিল তার — বোবা লোকেরা জানে কেমন আওয়াজ করে কাউকে ডাকতে হয় — নাম রাখল মুমু। অন্য চাকরবাকররাও সেটাকে ভালবাসত আর মুমুন্যা বলে ডাকত। অদ্ভুত বুদ্ধি ছিল তার। যে ডাকত তার কাছেই যেত, কিন্তু গারাসিম ছাড়া আর কাউকে ভালবাসত না। গারাসিম ত' তার জন্যে পাগল ছিল... আর কারো তার গায়ে হাত বুলোনও সে পছন্দ করত না: ভগবানই জানেন ভয়ে না হিংসায়। রোজ সকালে মুমু তার কোট ধরে টেনে ঘুম ভাঙাত, জলের গাড়ী-টানা বুড়ো ঘোড়াটাকে, যার সঙ্গে তার খুব ভাব ছিল, লাগাম মুখে ধরে গারাসিমের কাছে নিয়ে যেত, খুরখুর করে, যেন মস্ত কাজ করছে এইরকম ভাব করে,

পাশে পাশে নদী পর্যন্ত যেত, তার ঝাঁটা কোদালগুলো পাহারা দিত, আর তার ঘরের কাছে কাউকে ঘেঁসতে দিত না। শুধু তার সুবিধার জন্যে গারাসিম দরজায় একটা ফুটো করে দিয়েছিল আর কুকুরটাও ঐ ঘরটি ছাড়া আর কোথাও তার একচ্ছত্র রাজত্ব নেই এই কথা জেনে ঘরে ঢুকেই খুশী হয়ে বিছানার ওপর লাফিয়ে উঠত। সারারাত্রি জেগে থাকত সে, কিন্তু অন্য বোকা কুকুরের মত শুধু শুধু পেছনের পায়ে দাঁড়িয়ে মুখ তুলে খালি খালি তারার দিকে তাকিয়ে অনবরত তিনবার করে ঘেউ ঘেউ করত না। মোটেই না! তার তীক্ষ্ণ ডাক শোনা যেত তখনই যখন কোন অচেনা লোক বেড়ার খুব কাছ দিয়ে যেত অথবা কোন জায়গা থেকে সন্দেহজনক হট্টগোল বা খস্‌খস্‌ আওয়াজ কাণে আসত...। এক কথায়, অতি উৎকৃষ্ট পাহারাদার কুকুর ছিল সে। সত্যিবটে উঠোনে আর একটা কুকুর থাকত — তামাটে ছিটেওয়ালা হলদে রঙের, নাম ভল্‌চক্‌। কিন্তু রাত্রে কখনও তার শেকল খোলা হত না; তাছাড়া সেটা এতই অথর্ব হয়ে গিয়েছিল যে ছাড়া পেতেও চাইত না, খালি নিজের ঘরটাতে কুণ্ডলি পাকিয়ে পড়ে থাকত আর কখনও কখনও প্রায় নিঃশব্দে ধরা গলায় একটু ডাক ডেকে

তখনি চুপ করে যেত— তার নিজের অক্ষমতার কথা বুঝে। মুমু কখনও বড় বাড়ীটার ভেতরে ঢুকত না; যখন গারাসিম কাঠ নিয়ে ঘরের মধ্যে যেত তখন সে সর্বদা বাইরে সিঁড়ির ওপর অধীরভাবে অপেক্ষা করত— কখন ভেতর থেকে সামান্য একটু শব্দ আসে তার জন্যে কাণ খাড়া করে আর মাথাটা এদিক থেকে ওদিক হেলিয়ে ...।

আরো একবছর কেটে গেল। গারাসিম চৌকিদারের কাজ করে যায়, মনে হয় সে তার ভাগ্যে বেশ খুশী, এমন সময় হঠাৎ একটা বিশেষ ঘটনা ঘটল ...। ব্যাপারটা হল এই: গ্রীষ্মের এক বেশ পরিষ্কার দিনে কর্ত্রী ঠাকরুণ পরিচারিকা-পরিবৃত হয়ে ড্রইং-রুমে পায়চারি করছিলেন। খুব হাসিখুশী, আর বেশ হাসিঠাট্টা চালাচ্ছিলেন; পরিচারিকারাও তাঁর হাসিঠাট্টায় যোগ দিচ্ছিল, যদিও তাদের মেজাজ খুব খুশী ছিল না। কর্ত্রীর এই রকম খোসমেজাজে তারা প্রমাদ গণত কারণ প্রথমতঃ তিনি সর্বদা চাইতেন যে আশে পাশের সবাই তড়িঘড়ি এবং পুরোদস্তুর দরদ দেখাবে, কারো মুখ খুশীতে ডগমগ না দেখলেই তিনি রেগে যেতেন— দ্বিতীয়তঃ এই রকম দমকা খোসমেজাজ সাধারণতঃ থাকত খুব কম সময় আর তারপরেই তাঁর মেজাজ হত থমথমে আর

তিরিক্ষে। যাই হোক, সেদিনের আরম্ভটা তাঁর ভালই হয়েছে; চারটে গোলাম উঠেছিল (রোজ সকালে তিনি তাস উল্টিয়ে স্থির করতেন দিনটা কেমন যাবে), তার মানে তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ হবে। সকালের চা তাঁর বিশেষ ভাল লেগেছিল, সেইজন্যে ঘরের ঝি প্রশংসা আর দশ কোপেক বখশিশ পেয়েছিল। তাই ড্রইং-রুমে পায়চারি করতে করতে, শুকনো ঠোঁটে হাসি টেনে, তিনি জানলার কাছে এলেন। জানলার নীচেই ছিল সাজান বাগান। তার মাঝের কেয়ারিতে একটা গোলাপ-ঝাড়ের তলায় শুয়ে মুমু প্রাণপণে একটা হাড় চিবোচ্ছিল। কর্ত্রী সেটাকে দেখেই চেঁচিয়ে উঠলেন, 'কী আশ্চর্য! ওটা আবার কোন কুকুর?'

যে বেচারী পরিচারিকাকে তিনি এই প্রশ্ন করলেন সে একেবারে থতমত হয়ে গেল, তাঁবেদার লোকের প্রভুর চেঁচিয়ে কথা শুনে কি করবে ভেবে না পেয়ে যেমন হয় তেমনি।

কোনরকমে সে বলল, 'আমি — জা-জানি না — মনে হয় তো ওটা সেই বোবা চৌকিদারের।'

— আরে, দিব্যি সুন্দর ছোট কুকুরটি! — কর্ত্রী থামিয়ে দিলেন তাকে। — ওটাকে এখানে আনতে বল। ওর কাছে কি এটা অনেকদিন আছে? আমি এর আগে কখনও

দেখিনি কি রকম?... বল ওদের কুকুরটাকে এইখানে নিয়ে আসতে।

পরিচারিকা তৎক্ষণাৎ বারান্দায় দৌড়ল আর চেঁচিয়ে বলল, 'অরে এঃ! এখুনি মুমুকে এখানে নিয়ে এস! বাগানে আছে।'

—মুমু বলে ডাকে নাকি? খাসা নাম ত!

—খাসা নাম!—প্রতিধ্বনি করেই পরিচারিকা চেঁচিয়ে উঠল,—জলদি কর স্তেপান!

মস্ত বড় জোয়ান স্তেপান চাকর বাগানে ছুটে গিয়ে মুমুর ওপর পড়ল। কুকুরটা সুড়ুৎ করে তার হাত ছাড়িয়ে প্রাণপণ দৌড়ে গারাসিমের কাছে গেল। সে তখন একটা পিপে খালি করছিল ঠিক যেন একটা বাচচার ঢোলক নাড়াচ্ছে এমনি সহজে হাতে করে সেটাকে উল্টিয়ে। প্রভুর পায়ে লেপ্টে থাকা মুমুকে ধরবার জন্যে স্তেপান দৌড়ে এল, কিন্তু কুকুরটা তিড়িং তিড়িং করে লাফিয়ে তার হাত ফস্‌কে যেতে লাগল যার তার হাতে ধরা দেবে না বলে। গারাসিম দেখে আর হাসে; অরশেষে স্তেপান বিরক্তমুখে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে তাড়াতাড়ি হাতমুখ নেড়ে তাকে বোঝাল যে কর্ত্রীর ইচ্ছা কুকুরটা তাঁর কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। গারাসিম একটু অবাক হল

কিন্তু মুমুকে ডেকে তাকে তুলে নিয়ে স্তেপানের হাতে দিল। স্তেপান সেটাকে ড্রইং-রুমে নিয়ে গিয়ে সুন্দর কাজ-করা মেঝেতে নামিয়ে দিল। কর্ত্রী মিষ্টি গলায় তাকে ডাকতে লাগলেন। মুমু, জীবনে প্রথম এত জমকালো চারদিকের মধ্যে পড়ে ভয়ে দরজা পর্যন্ত ছুটে পালাল, আর যখন সেই বশম্বদ স্তেপান তাকে আবার ঠেলে পাঠিয়ে দিল, তখন দেয়ালের সঙ্গে সেঁটে দাঁড়িয়ে কাঁপতে লাগল।

—মুমু, মুমু, এখানে এসো, মুমু, তোমার মনিবের কাছে আসবে না?—বেশ আদরের সুরে ডাকলেন কর্ত্রী,—বোকা কোথাকার!... এসো, ভয় পেয়ো না...।

পরিচারিকারাও তাড়া দিল, ‘যাও, মুমু, মনিব ঠাকরুণের কাছে! এখনি যাও!’

কিন্তু মুমু খালি হতাশভাবে তাকাতে লাগল আর কিছুতে নড়ল না।

কর্ত্রী বললেন, ‘ওকে কিছু খাবার এনে দাও। কি বোকা কুকুর! মনিবের কাছে আসবে না! ওর ভয়টা কিসের?’

গলায় মধু ঢেলে এক সখী বলল, ‘এখনও ত’ আপনাকে চেনেনি।’

স্তেপান একটা রেকাবি করে দুধ নিয়ে এসে মুমুর

সামনে রাখল, কিন্তু মুমু সেটা শুঁকল না পর্যন্ত, খালি উদ্‌গ্রীবভাবে পেছনে তাকাতে তাকাতে কাঁপতে লাগল।

—মজাদার ছোট্ট জিনিষটি!—বলে কর্ত্রী তার কাছে গিয়ে নীচু হয়ে তার গায়ে যেই হাত বুলোতে গেলেন অমনি মুমু ঝাঁ করে ঘুরে দাঁত বের করল।—কর্ত্রী তাড়াতাড়ি হাত গুটিয়ে নিলেন।

ক্ষণেকের জন্যে সব চুপচাপ। মুমু আস্তে আস্তে কেঁউ কেঁউ করতে লাগল, যেন একসঙ্গে নালিসও জানাচ্ছে ক্ষমাও চাইছে...। বৃদ্ধা ভ্রূকুটি করে সরে গেলেন। কুকুরটার আচমকা ঘোরাতে তিনি ভয় পেয়ে গিয়েছেন।

পরিচারিকারা সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠল, 'ওরে বাপ্‌রে! হুজুরকে কামড়ায়নি ত! কি সর্বনাশ!' (মুমু জীবনে কখনও কাউকে কামড়ায়নি)।

—দূর কর ওটাকে!—কম্পিতকণ্ঠে বৃদ্ধা বললেন,—হতচ্ছাড়া বদমেজাজী ক্ষুদে জানোয়ারটা!

এই বলে ধীরে ধীরে মুখ ফিরিয়ে তিনি পড়ার ঘরের দিকে পা বাড়ালেন। পরিচারিকারা পরস্পর ভীরু দৃষ্টি-বিনিময় করে তাঁর পেছন পেছন যাবার চেষ্টা করতেই তিনি তাদের থামিয়ে দিলেন আর তাদের দিকে নির্মম দৃষ্টি

হেনে, 'এ আবার কেন? আমি ত তোমাদের ডাকিনি।' এই বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

পরিচারিকারা স্তেপানের দিকে জোরে জোরে হাত নাড়তেই সে মুমুকে তুলে নিয়ে বাইরে ছুড়ে ফেলে দিল একেবারে অপেক্ষারত গারাসিমের পায়ের গোড়ায়। আধঘণ্টা পরে বাড়ীতে টুঁ শব্দটি রইল না আর বৃদ্ধা মহিলা ঝড়ের মেঘের চেয়েও মুখ অন্ধকার করে সোফার ওপর বসে রইলেন।

আসলে কত সামান্য জিনিষে কখনও কখনও লোককে বিচলিত করে দিতে পারে।

বাকি দিনটা কর্ত্রী থম্‌থমে হয়ে রইলেন, কারো সঙ্গে কথা বললেন না, তাস খেললেন না, ভাল করে ঘুমোলেন না। তাঁর মাথায় ঢুকল তিনি যে ওডিকলোন ব্যবহার করেন সেটা দেওয়া হয়নি, তাঁর বালিশে সাবানের গন্ধ—এমন কি তিনি তত্ত্বাবধায়িকাকে দিয়ে বিছানার চাদর ইত্যাদি সব শোঁকালেন—এক কথায় তিনি বিচলিত এবং রীতিমত 'গরম হলেন'। পরের দিন সকালে তিনি অন্য দিনের চেয়ে সকাল সকাল গাভ্রিলোকে তলব্ করলেন।

যখন সর্দার-খানসামা ভেতরে ভেতরে কাঁপতে কাঁপতে তাঁর পড়ার ঘরে ঢুকল তখন তিনি আরম্ভ করলেন, 'দয়া

করে জানাও কোন কুকুরটা সারারাত উঠোনে ডেকেছে? আমার ঘুম হয়নি।’

—কুকুর?... কোন কুকুর?... আপনি বলছেন সেই বোবার কুকুরটার কথা?—কম্পিতকণ্ঠে বলল সে।

—আমি জানি না সেটা বোবার কি আর কারো। এইমাত্র জানি যে আমাকে ঘুমোতে দেয়নি। আমাদের এত কুকুর নিয়ে হবে কি শুনি! আমাদের একটা পাহারাদার কুকুর আছে ত’, না নেই?

—আজ্ঞে হ্যাঁ আছে বৈকি—ভল্‌চক্।

—বেশ, তাহলে আর একটার কি দরকার? খালি গোলমাল হয়। আসলে বাড়ীতে তোমাদের মাথার ওপর কর্তা কেউ নেই—আর কিছু নয়। বলি, বোবাটার আবার কুকুরের কি দরকার? আমার বাড়ীতে তাকে কুকুর রাখতে অনুমতি দিল কে? কাল জানলা দিয়ে দেখি ওটা বাগানে শুয়ে শুয়ে কি একটা বীভৎস জিনিষ এনে চিবোচ্ছে—ঠিক যেখানটিতে আমার গোলাপ গাছ পোঁতা হয়...।

এক মুহূর্ত থেমে আবার বললেন, ‘আজই ওটা যেন বিদায় হয়—শুনছ?’

— আজ্ঞে, হুজুর।

— আজই। এখন যাও। পরে তোমার রিপোর্ট শুনব।

গাভ্রিলো চলে গেল।

ড্রইং-রুম দিয়ে যাবার সময় সে হাত-ঘণ্টিটা এক টেবিল থেকে তুলে অন্য টেবিলে রাখল 'ছিমছাম রাখার' জন্যে, আর বারান্দায় বেরোবার আগে আস্তে তার পাখীর ঠোঁটের মত নাকটি ঝাড়ল। কাঠের খাটিয়ায় স্তেপান পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছিল ঠিক যেন আঁকা লড়াইয়ের ছবিতে মৃত যোদ্ধার মত; কম্বলের বদলে গায়ে চাপা দেওয়া কোটটার নীচে থেকে তার পা দুটো সটান বেরিয়েছিল। সর্দার-খানসামা তাকে ঝাঁকানি দিয়ে তুলে মৃদুস্বরে কি যেন হুকুম করল; তাই শুনে স্তেপান একটু হেসে আর হাই তুলে একটা জবাব দিল। খানসামা চলে যেতেই স্তেপান লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠল আর কোট আর বুট চড়িয়ে উঠোনে যাবার সিঁড়িটার মাথায় এল। পাঁচ মিনিট যেতে না যেতেই গারাসিম হাজির হল পিঠে বিরাট কাঠের বোঝা নিয়ে আর তার পায়ে পায়ে এল প্রভুভক্ত মুমু। (বৃদ্ধা মহিলা গ্রীষ্মের কয়েক মাসও চাকরদের দিয়ে তাঁর শোবার ঘর আর পড়ার ঘর গরম করাতেন)। দরজার সামনে আড় হয়ে দাঁড়িয়ে কাঁধ

দিয়ে সেটা ঠেলে খুলে বোঝাসমেত ঘরের মধ্যে হুড়মুড় করে ঢুকল গারাসিম, আর মুমু বরাবরের মত বাইরে তার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল। ঠিক মুহূর্তটি বেছে নিয়ে স্তেপান ছোঁ মেরে তাকে তুলে নিল, ঠিক যেমন মুরগিছানার ওপর চিল ছোঁ মারে, আর সেটাকে কোলে আঁকড়ে, টুপিটা পর্যন্ত মাথায় দেবার তর না দিয়ে, রাস্তায় ছুটে বেরিয়েই প্রথমে যে গাড়ীটা পেল তাইতে চড়ে জোর কদমে হাঁকিয়ে ওখৎনি রিয়াদে পেঁাছল। অল্পক্ষণেই এক খদ্দের পেয়ে তাকে আধ রুবলে কুকুরটা বিক্রী করে দিল, কেবল এই সর্তে যে অন্ততঃ এক সপ্তাহ সে যেন সেটাকে বেঁধে রাখে। তারপর সে ফিরে গেল। বাড়ী পেঁাছবার আগেই কিন্তু গাড়ী থেকে নেমে, পেছনের গলি দিয়ে এসে, বেড়া টপকে উঠোনে ঢুকল; গারাসিমের সঙ্গে দেখা হবার ভয়ে ফটক দিয়ে ঢুকতে সাহস করল না।

কিন্তু তার ভয়ের কারণ ছিল না: উঠোনে গারাসিমের টিকি দেখা গেল না। বাড়ী থেকে বেরোবামাত্রই সে মুমুর অন্তর্ধান টের পেল; এর আগে কখনও এমন ঘটেনি যে মুমু তার জন্যে অপেক্ষা করছে না। সে তাকে খুঁজে সর্বত্র ছুটোছুটি করল আর তার নিজস্ব ভঙ্গিতে ডাকতে

লাগল... নিজের ঘরে দেখল, খড়ের গাদায় উঁকি মারল, রাস্তায় ছুটে বেরোল, সব জায়গা তন্নতন্ন করল... কিন্তু মুমুর পাত্তা নেই। উৎকণ্ঠিত অঙ্গভঙ্গি করে সে চাকরদের জিজ্ঞেস করল তার কথা, নীচু হয়ে হাতটা মাটি থেকে বিঘতখানেক উঁচুতে ধরে, হাত দিয়ে মুমুর চেহারাটা বোঝাবার চেষ্টা করে...। কেউ কেউ সত্যিই জানত না মুমুর কি হয়েছে তাই কেবল ঘাড় নাড়ল, অন্যেরা জানলেও জবাবে খালি হাসতে লাগল, আর সর্দার-খানসামা ভারিক্কি চালে সহিসদের বকতে আরম্ভ করল। গারাসিম উঠোন থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল।

সে যখন ফিরল তখন সন্ধ্যা হব-হব। তার উদ্‌ভ্রান্ত চেহারা, ক্লান্ত পদক্ষেপ আর ধূলোমাখা জামাকাপড় থেকে বোঝা যাচ্ছিল যে সে অর্ধেক মস্কোর রাস্তা চষে বেড়িয়েছে। কর্ত্রীর জানলার সামনে দাঁড়িয়ে, বারান্দায় যেখানে ছ'-সাতজন চাকর জটলা করছিল সেইদিকে একবার তাকিয়েই মুখ ফিরিয়ে নিয়ে আর একবার 'মুমু' বলে অস্পষ্ট আওয়াজ করল। কিন্তু মুমু তার ডাকে সাড়া দিল না। সেখান থেকেও সে চলে এল। সবাই তার দিকে দেখতে লাগল, কিন্তু কেউ হাসল না বা কথা বলল না... পরদিন

সকালে সন্ধানী আন্তিপ্‌কা রান্নাঘরে সবাইকে বলল যে সারারাত বোবাটার কি গোঙানি।

পরের দিন গারাসিম ঘর ছেড়ে বেরোল না। পোতাপ সহিসকে জল আনতে হল, যে কাজ করতে বেজায় রাগ হল তার। কর্ত্রী গাব্রিলোকে তাঁর হুকুম তামিল হয়েছে কিনা জিজ্ঞেস করাতে গাব্রিলো বলল হয়েছে। তার পরের দিন গারাসিম কোটর থেকে বেরিয়ে কাজে লাগল। দুপুরে খাবার সময় সে টেবিলে এল, খেল, তারপর কারো দিকে মাথা না ঝুঁকিয়ে চলে গেল। বোবাকালাদের মুখ সাধারণতঃ যেমন হয়, তার ভাবলেশহীন মুখ এখন যেন একেবারে পাথরের মূর্তির মত। খেয়েদেয়ে সে আবার বেরোল বটে, কিন্তু শীগ্‌গির ফিরে খড়ের গাদায় গেল। রাত্তির হল, চমৎকার শান্ত আর জোৎস্নাভরা। সে যখন খড়ের ওপর এপাশ ওপাশ করছিল আর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলছিল তখন হঠাৎ টের পেল কে যেন তার কোটটা ধরে টানছে; তার সর্বাঙ্গ থরথর করে কেঁপে উঠল, কিন্তু সে মাথা না তুলে চোখ দুটো আরো জোরে চেপে রইল, যতক্ষণ না আর একবার আরো জোরে হ্যাঁচ্‌কা টান অনুভব করল; তড়াক্ করে উঠতেই দেখল... মুমু লাফাচ্ছে আর ল্যাজ নাড়ছে, তার কলার

থেকে ঝুলছে এক গাছি দড়ি। গারাসিমের বোবা বুকের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল একটা দীর্ঘ আনন্দের গোঙানি; মুমুকে সে জোরে বুকে চেপে ধরল, আর পরমুহূর্তেই মুমু তার নাক, চোখ, গোঁফ, দাড়ি চাটতে আরম্ভ করল...। কয়েক মিনিট স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে মাথাটা ঠিক করে নিয়ে গারাসিম চুপিচুপি খড়ের গাদা থেকে নামল; কেউ তাকে লক্ষ্য করছে না দেখে নিয়ে নিরাপদে নিজের কুঠরীতে চলে এল। সে আগেই আন্দাজ করেছিল কুকুরটা নিশ্চয় হারিয়ে যায়নি, নিশ্চয় কর্ত্রীর হুকুম অনুসারে তাকে সরান হয়েছিল; চাকরবাকররা হাতমুখ নেড়ে তাকে বুঝিয়েছিল মুমু কর্ত্রী ঠাকরুণের দিকে খেঁকিয়ে উঠেছিল, সুতরাং সে স্থির করল সাবধান হতে হবে। প্রথমে সে তাকে রুটি খেতে দিয়ে, আদর করে, ঘুম পাড়িয়ে তারপর ভাবতে বসল। সারারাত ভাবল সবচেয়ে ভাল কি উপায়ে মুমুকে লুকিয়ে রাখা যায়। অবশেষে সে স্থির করল তাকে দিনের বেলায় ঘরে বন্ধ রাখবে, কেবল মাঝে মাঝে দেখে যাবে, আর রাত্তিরে নিয়ে বেরোবে। একটা পুরোনো কোট দিয়ে দরজার ফুটোটা বন্ধ করে দিল সে, আর সকাল হতে না হতেই উঠোনে বেরিয়ে পড়ল যেন কিছুই ঘটেনি। তার মুখে

(সরল লোকের আবার চালাকি!) তখনও সেই গোমড়া ভাব বজায় রাখল। বেচারা কালামানুষের মাথায় একবারও এল না যে মুমুর কুঁই কুঁই শব্দে তার উপস্থিতির কথা সবাই টের পেয়ে যাবে: সত্যিই সব চাকর-চাকরাণীরা খুব শীগ্‌গির টের পেয়ে গেল যে বোবার কুকুর ফিরে এসেছে আর তার ঘরে তালাবন্ধ করা আছে। কিন্তু খানিকটা কুকুর আর মালিকের ওপর অনুকম্পার জন্যে আর খানিকটা গারাসিমের ভয়ে কেউ ওর সামনে প্রকাশ করল না যে তার গোপন খবর ওরা জানতে পেরেছে। কেবল সর্দার-খানসামা মাথার পেছনটা চুলকে এমন একটা ভঙ্গি করল যার মানে হয়, 'যাকগে, মরুকগে—কর্ত্রী না জানতে পারলেই হল।' বোবার সেদিনের মত কাজে উৎসাহ আর কখনও দেখা যায়নি: সমস্ত উঠোনটা ঘষে মেজে তক্‌তকে করল, ঘাস ওপড়াল, বাগানের চারদিকের নীচু বেড়াটার প্রত্যেকটা খুঁটি শক্ত আছে কিনা দেখবার জন্যে একবার উপড়ে আবার ঠিক জায়গায় ঠুকে পুঁতল—মোদ্দা সে হৈ চৈ করে এমন কাণ্ড করতে লাগল যে কর্ত্রী পর্যন্ত তার কাজে উৎসাহ লক্ষ্য করলেন। দিনের মধ্যে একবার কি দুবার কোনরকমে সে চট্ করে বন্দী প্রাণীটিকে দেখে গেল: সন্ধ্যেবেলায় তার

পাশেই শুয়ে পড়ল, খড়ের গাদায় নয়, নিজের ঘরে, আর রাত একটার পর একটু হাওয়া খাওয়াবার জন্যে তাকে নিয়ে বেরোতে সাহস করল। অনেকটা বেড়িয়ে যখন তারা ফিরছে তখন বেড়ার কাছের গলিটা থেকে একটা খস্‌খস শব্দ শোনা গেল। মুমু কাণ খাড়া করে গর্জে উঠে দৌড়ল বেড়ার ধারে, তারপর একটু শুঁকে তীক্ষ্ণ উচ্চস্বরে ঘেউ ঘেউ করে উঠল। কোন ব্যাটা মাতাল রাত্রের মতন বেড়ায় ঠেস দিয়ে কাটাবার মতলব করেছিল। এবং ঠিক সেই সময়টিতেই কর্ত্রী ঠাকরুণের অনেকক্ষণ 'স্নায়বিক উত্তেজনায়' ভুগে সবে ঘুম আসছিল—তাঁর বরাবর ঐ রকম অসুখ হত রাত্রে চর্বচোষ্য গুরুভোজন করলেই। হঠাৎ কুকুরের চীৎকারে তাঁর ঘুম ভেঙে গেল; তাঁর হৃৎপিণ্ডটা লাফিয়ে উঠে যেন থেমে গেল। তিনি আর্তনাদ করে উঠলেন, 'ওলো, মেয়েরা, ও মেয়েরা!' ভয় পেয়ে দাসীরা হুড়মুড় করে তাঁর শোবার ঘরে ঢুকতেই তিনি হতাশভাবে হাত দুটো ছুড়ে, 'ওরে, ওরে, আমি ম'লাম! সেই কুকুরটা আবার!... ডাক্তারকে ডেকে পাঠাও, এখনই। আমাকে মেরে ফেলতে চায়... সেই কুকুরটা, সেই কুকুরটা!... ওরে বাবারে!' এই সব বলে মাথাটা পেছনদিকে ঝাঁকিয়ে দিলেন যেন এখনি অজ্ঞান হয়ে

যাবেন। ডাক্তার, মানে বাড়ীর ডাক্তার খারিতনকে ডেকে আনা হল। এর একমাত্র গুণ ছিল সে বনাত-মোড়া বুট পরত আর খুব আল্‌তোভাবে তার রুগীর নাড়ী টিপত। এর দিনে চোদ্দ ঘণ্টা ঘুমিয়ে আর বাকি সময়টা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে আর কর্ত্রীকে অনবরত লরেলের আরক খাইয়ে কাটত। ডাক্তার ছুটতে ছুটতে তৎক্ষণাৎ এল কর্ত্রীর বিছানার কাছে, ঘরের মধ্যে একগোছা পালক পোড়াল আর ঠাকরুণ চোখ মেলতেই রূপোর রেকাবিতে ছোট একটা গেলাসে সেই ধন্বন্তরি লরেলের আরক ধরল তাঁর সামনে। কর্ত্রী ওষুধ গিলে ফেলে সজলচোখে কাঁদুনি গাইতে লাগলেন কুকুরটা, গাভ্রিলো, তাঁর ভাগ্য নিয়ে আর এই বলে যে বুড়োবয়সে সবাই তাঁকে ছেড়েছে, কারো তাঁর জন্যে একটু মায়ামমতা নেই, ওরা সবাই চায় যে তিনি মরে যান। ইতিমধ্যে বেচারা মুমু ডেকেই চলেছে আর গারাসিম বৃথাই চেষ্টা করে চলেছে তাকে বেড়ার ধার থেকে টেনে আনবার। 'ঐ, ঐ, আবার, আবার...' ককিয়ে উঠে কর্ত্রী আবার চোখ ওল্টালেন। ডাক্তার একজন মেয়েকে ফিস্‌ফিস্‌ করে কি বলল; মেয়েটি হলে দৌড়ে গেল স্তেপানকে জাগাবার জন্যে, স্তেপান ছুটল গাভ্রিলোকে জাগাতে, আর সে

ব্যস্তসমস্ত হয়ে বাড়ীশুদ্ধ সকলের ঘুম ভাঙিয়ে দিতে হুকুম করল।

গারাসিম ফিরে তাকিয়ে জানলাগুলোতে আলো আর ছায়ার ছুটোছুটি দেখে, বিপদ ঘনিয়ে আসছে আপনাআপনি বুঝতে পেরে মুমুকে খপ্ করে কোলে তুলে নিয়ে একছুটে নিজের কুঠরীতে এসে দরজায় চাবি বন্ধ করে দিল। খানিক পরে পাঁচজনে মিলে গায়ের জোরে দরজা খোলার চেষ্টা করে যখন দেখল যে নেহাৎ দরজা বন্ধ তখন নিবৃত্ত হল। গাভ্রিলো পাগলের মত তাদের কাছে দৌড়ে এসে সবাইকে হুকুম করল সকাল পর্যন্ত সেইখানে দাঁড়িয়ে দরজা পাহারা দিতে। তারপর চাকরদের ঘরে ফের ছুটে এসে প্রধানা পরিচারিকা লিউবভ্ লিউবিমভ্নাকে দিয়ে কর্ত্রীর কাছে খবর পাঠাল যে কুকুরটা, দুঃখের বিষয়, ফিরে এসেছে বটে কিন্তু পরদিনই সেটাকে মেরে ফেলা হবে, আর কর্ত্রী ঠাকরুণ যেন্ রাগ না করে শান্ত হন। (এই লিউবভ্ লিউবিমভ্না ছিল তার চা, চিনি, অন্যান্য ভাঁড়ারের জিনিসপত্রের হিসাব রাখা এবং গল্প করার সঙ্গী)। কর্ত্রী এত শীগ্‌গির হয়ত শান্ত হতেন না যদি না ডাক্তার তাড়াহুড়োতে বারো ফোঁটার জায়গায় চল্লিশ ফোঁটা লরেলের

আরক ঢেলে দিত: ওষুধে ফল হল, পনেরো মিনিটের মধ্যে ঠাকরুণ গভীর শান্ত ঘুমে ঢলে পড়লেন। আর গারাসিম মড়ার মত ফ্যাকাশে হয়ে মুমুর মুখ কষে চেপে ধরে বিছানায় পড়ে রইল।

পরদিন সকালে অনেক বেলায় কর্ত্রী চোখ মেললেন। গারাসিমের দুর্গে নির্ঘাত হানা দেবার আগে গাভ্রিলো অপেক্ষা করতে লাগল কর্ত্রীর ঘুম ভাঙার, আর নিজেও প্রস্তুত হল একটা ভীষণ কাণ্ডের সম্মুখীন হতে। কিন্তু কাণ্ড কিছুই ঘটল না। ঠাকরুণ প্রধানা পরিচারিকাকে বিছানার পাশে ডেকে বললেন অতি মৃদু ক্ষীণস্বরে:

— লিউবভ্ লিউবিমভ্না, — মাঝে মাঝে তাঁর বেশ লাগত নিরুপায় নির্যাতিত শহীদের ভান করতে, এবং বলাই বাহুল্য, বাড়ীর সবাই এই রকম সময়ে বড়ই অস্বস্তি বোধ করত, — লিউবভ্ লিউবিমভ্না, দেখছ ত' আমার অবস্থা কি হয়েছে; যাও ত' লক্ষ্মী, গাভ্রিলো আন্দ্রেয়িচের কাছে, গিয়ে বল: এও কি সম্ভব যে একটা হতচ্ছাড়া কুকুর তার কর্ত্রীর মনের শান্তির চেয়ে, এমনকি প্রাণের চেয়ে বেশী? এ কথা ভাবতে যে আমার বড় দুঃখ হয়, — আবেগের সঙ্গে বললেন তিনি, — যাও লক্ষ্মী মাণিক আমার, গিয়ে গাভ্রিলো আন্দ্রেয়িচ্‌কে বল।

লিউবভ্ লিউবিমভ্না গেল গাভ্রিলোর ঘরে। তারা যে কি বলাবলি করল জানা নেই, কিন্তু খুব অল্পক্ষণ পরেই দেখা গেল একদল চাকরবাকর উঠোন পেরিয়ে গারাসিমের কুঠরীর দিকে যাচ্ছে: দলের সামনে গাভ্রিলো, টুপি মাথায় চেপে, যদিও হাওয়া মোটে ছিল না; তার পেছনে চাকর, বাবুর্চীরা; খ্‌বোস্ত খুড়ো জানলা দিয়ে দেখছে আর হুকুম চালাচ্ছে, মানে, খালি হাত নাড়াচ্ছে এদিক ওদিক; আর দলের পেছনে চলেছে একপাল ছোঁড়া দাঁত বের করে লাফাতে লাফাতে, তাদের বেশীর ভাগই মোটেই ও বাড়ীর নয়। গারাসিমের ঘরে যাবার সরু সিঁড়িটার ওপর একজন বসে, আর দুজন লাঠি নিয়ে দরজার সামনে পাহারা দিচ্ছে। এদের দলটা ওপর থেকে নীচ পর্যন্ত সমস্ত সিঁড়িটা জুড়ে দাঁড়াল। গাভ্রিলো দরজায় গিয়ে মুঠো দিয়ে জোরে ধাক্কা দিয়ে চেঁচাল:

—দরজা খোল!

একটা চাপা ঘেউ ঘেউ শোনা গেল, আর কোন জবাব নেই।

—দরজা খোল বলছি!

তলার সিঁড়ি থেকে স্তেপান বলল, 'আরে, গাভ্রিলো

আন্দ্রেয়িচ, ও যে কাণে কালা—তোমার কথা শুনতে পাচ্ছে না।'

সবাই হেসে উঠল।

—তাহলে করা যায় কি?—ওপরের সিঁড়ি থেকে বলল গাভ্রিলো।

স্তেপান বলল, 'ঐখানটায় দরজায় একটা ফুটো আছে। ওর মধ্যে একটা লাঠি ঢুকিয়ে সেটা খোঁচাতে থাক।'

গাভ্রিলো নীচু হয়ে দেখে বলল, 'ওতে একটা কোট না কি গুঁজে রেখেছে।'

—আরে ওটা ঠেলে দাও—ব্যস্।

আবার একটা চাপা ঘেউ ঘেউ শোনা গেল।

—ঐ, আবার ডাকছে, নিজের কথা জানিয়ে দিচ্ছে,—দলের মধ্যে থেকে কে একজন বলল আর সবাই আবার হেসে উঠল।

গাভ্রিলো তার কাণের পেছনটা চুলকে অবশেষে বলল, 'না ভাই, তোমার ইচ্ছা হয় তুমি কোটটা ঠেলে ফেলগে।'

—ঠিক আছে।—বলে সিঁড়ি বেয়ে উঠে লাঠিটা নিয়ে স্তেপান কোটটা ঠেলে ঢুকিয়ে দিয়ে লাঠির ডগাটা ফুটোর

মধ্যে খোঁচাতে খোঁচাতে বিড় বিড় করতে লাগল, 'বেরিয়ে আয়, বেরিয়ে আয় বলছি!'

সে খুঁচিয়েই চলেছে এমন সময় হঠাৎ দরজাটা দড়াম্ করে খুলে যেতেই ওরা সব দুদ্দাড় করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে পড়ল। গাব্রিলো সবার আগে। খ্বোস্ত খুড়োও খটাস্ করে জানলা বন্ধ করে দিল।

উঠোন থেকে গাব্রিলো চেঁচাল, 'দেখো, খবরদার— হুঁসিয়ার, তুমি কি করছ!...'

গারাসিম নিশ্চল হয়ে চৌকাঠে দাঁড়িয়ে। লোকগুলো সিঁড়ির নীচে জটলা পাকিয়ে। অবহেলাভরে কোমরে হাত দিয়ে জার্মান ছাঁটের কোটপরা সেই বালখিল্য লোকগুলোর দিকে তাকিয়ে রইল, যেন তাদের সামনে লালরঙ চাষীর জামাপরা একটা দৈত্য। গাব্রিলো এগিয়ে এল।

—সাবধান, ভায়া, তুমি কি করছ। কোনরকম গোলমাল চলবে না বলে দিচ্ছি!

এই বলে হাতমুখ নেড়ে তাকে বোঝাতে চাইল যে কর্ত্রী সেই মুহূর্তে তার কুকুরটা তলব করেছেন আর তাঁর হুকুম না মানলে বিপদ হবে।

গারাসিম দেখল তার দিকে, তারপর কুকুরটাকে

আঙুল দিয়ে দেখিয়ে নিজের গলায় ফাঁসটানার মত আঙুল দেখিয়ে জিজ্ঞাসু চোখে সর্দার-খানসামার দিকে তাকাল।

জোরে মাথা নেড়ে সে জবাব দিল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই।'

গারাসিম চোখ নামিয়ে নিজেকে একটা ঝাঁকানি দিয়ে মুমুর দিকে হাত বাড়াল — সেটা সমস্তক্ষণ তার পাশে দাঁড়িয়ে ভালমানুষের মত ল্যাজ নাড়াচ্ছিল আর জিজ্ঞাসুভাবে কাণ খাড়া করে ছিল। গারাসিম আবার নিজের গলা টেপার ভঙ্গি করে আপন বুকে দমাদ্দম কীল মারল, যেন ঘোষণা করল যে সে নিজেই মুমুকে মেরে ফেলার ভার নিচ্ছে।

গাব্রিলো ইসারায় জানাল, 'তুমি ঠকাবে।'

গারাসিম তার দিকে দৃষ্টি হেনে অবজ্ঞার হাসি হেসে আর একবার বুক চাপড়ে দরজা বন্ধ করে দিল।

চাকররা নিঃশব্দে এ ওর মুখের দিকে তাকাল

গাব্রিলো সুরু করল, 'ওর মতলবটা কি? আবার দরজায় খিল লাগাল যে?'

স্তেপান বলল, 'ছেড়ে দাও ওকে, গাব্রিলো আন্দ্রেয়িচ। ওর যে কথা সেই কাজ। ও মানুষই ঐ রকম... কথা দিলে

কথা রাখে। ও আমাদের মত নয়, এ ধ্রুব সত্য আমি বলছি তাই।'

অন্যেরাও মাথা নেড়ে প্রতিধ্বনি করল, 'সত্যি, ঠিক তাই।'

খ্‌বোস্ত খুড়ো ঝট্ করে জানলা খুলে বলল, 'ঠিক তাই।'

—বেশ, বেশ, দেখা যাবে,—বলল গাভ্রিলো,—কিন্তু, যাই হোক, আমরা ওর ওপর নজর রাখব। আরে ঐ, ইয়েরোস্কা!—চেঁচিয়ে ডাকল সে এক প্যাঙাশে চেহারার ছোকরাকে, সেটা বোধ হয় বাগানের মালী আর তার পরণে ছিল বাদামি রঙের লম্বা ঝুলওয়ালা ন্যান্‌কিন কোট,—তোর ত' কিছু করবার নেই। একটা লাঠি নিয়ে এইখানে বসে থাক আর কিছু ঘটলেই তখনি আমাকে ছুটে খবর দিস!

বসল ইয়েরোস্কা এক লাঠি নিয়ে নীচের সিঁড়িতে। লোকগুলো ছত্রভঙ্গ হল, কেবল গোটাকয়েক নিষ্কর্মা আর ছোঁড়া রইল দাঁড়িয়ে, আর গাভ্রিলো বাড়ী ফিরে লিউবভ্ লিউবিমভ্‌নাকে দিয়ে কর্ত্রীকে খবর পাঠাল যে তাঁর হুকুম তামিল করা হয়েছে। আরো সাবধানতার জন্যে সে সহিসকে পাঠাল একজন পুলিস ডেকে আনতে। কর্ত্রী ঠাকরুণ

রুমালটা দলা পাকিয়ে তাতে খানিক ওদিকলোন ঢেলে সেটা শুঁকলেন, তা দিয়ে রগ ঘষলেন, একটু চা খেলেন এবং এখনও লরেল আরকের ঝোঁক কাটেনি বলে আবার ঘুমিয়ে পড়লেন।

এই সব হৈ চৈ মিটবার ঘণ্টাখানেক পরে গারাসিম দরজা খুলে বেরোল। গায়ে তার সবচেয়ে ভাল কোটটা আর হাতে ধরা মুমুর দড়ি। ইয়েরোস্কা পথ ছেড়ে দিল তাকে। গারাসিম ফটকের দিকে গেল। ছেলেগুলো আর যারা সবাই উঠোনে ছিল চুপটি করে তার দিকে তাকাল। সে কিন্তু একবার ফিরেও তাকাল না, আর রাস্তায় উঠে তবে টুপিটা মাথায় দিল। গাভ্রিলো ইয়েরোস্কাকে পেছনে পাঠাল নজর রাখতে। দূর থেকে ইয়েরোস্কা তাকে একটা সরাইখানায় ঢুকতে দেখে তার বেরোনর অপেক্ষা করতে লাগল।

সরাইখানায় গারাসিমকে সবাই চিনত আর তার ইসারা বুঝত। সে মাংস দেওয়া বাঁধাকপির সুরুয়া ফরমাস করে টেবিলে হাত ভর দিয়ে বসল। মুমু বুদ্ধিভরা চোখে তার দিকে শান্তভাবে তাকিয়ে চেয়ারের পাশে দাঁড়িয়ে রইল। তার লোমগুলো মসৃণ আর চকচকে: স্পষ্টতঃই তা

সবে আঁচড়ান হয়েছে। সুরুয়া রাখা হল গারাসিমের সামনে। সে তাতে কিছু রুটি গুঁড়িয়ে ছড়িয়ে দিয়ে, মাংসগুলো কুচি কুচি করে প্লেটটা মাটিতে নামিয়ে দিল। মুমু তার অভ্যস্ত সুষ্ঠুভাবে খাবারে মুখ প্রায় না ঠেকিয়ে খেতে লাগল। সর্বক্ষণ গারাসিম তাকে দেখছিল; হঠাৎ তার গাল বেয়ে বড় বড় দু ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ল: একফোঁটা পড়ল ছোট কুকুরটির গোল মাথার ওপর আর একফোঁটা সুরুয়ার মধ্যে। সে হাত দিয়ে মুখ ঢাকল। মুমু অর্ধেকটা খেয়ে সরে গিয়ে মুখ চাটতে লাগল। গারাসিম উঠে সুরুয়ার দাম চুকিয়ে বেরিয়ে গেল; তার পেছনে অবাক হয়ে একদৃষ্টে দেখতে লাগল যে লোকটা খাবার পরিবেশন করে। গারাসিমকে দেখতে পেয়েই ইয়েরোস্কা তাকে পাশ দেবার জন্যে কোণের আড়ালে লুকিয়ে পড়ে তারপর তার পিছু নিল।

গারাসিম মুমুর গলার দড়ি ধরে মন্থর গতিতে হাঁটতে লাগল। রাস্তাটার মোড়ে পেঁাছে এক মুহূর্ত যেন মনস্থির করার চেষ্টায় দাঁড়াল, তারপর দ্রুত পায়ে ক্রিম্স্কি খেয়ার দিকে চলল। পথে যেখানে একটা বাড়ীর একটা দিক নতুন তৈরী হচ্ছিল সেটার ভেতর ঢুকে আবার বেরিয়ে এল

হাতে করে দুটো ইঁট নিয়ে। ক্রিম্‌স্কি খেয়ার থেকে মোড় নিয়ে নদীর কিনারে কিনারে চলল যেখানে দাঁড়সমেত দুটো নৌকো খোঁটায় বাঁধা ছিল—সে আগেই সেগুলো লক্ষ্য করে রেখেছিল—আর মুমুকে নিয়ে তার একটাতে লাফিয়ে উঠল। সব্জি-ক্ষেতের কোণে একটা কুঁড়ের ভেতর থেকে এক বুড়ো বেরিয়ে এসে তার দিকে চেঁচামেচি করল। কিন্তু গারাসিম শুধু একবার মাথাটা হেলিয়ে দাঁড়ের ওপর ঝুঁকে এমন জোরে টানতে লাগল যে দেখতে দেখতে, স্রোতের বিপক্ষে হলেও, নৌকোটাকে নিয়ে নদীর উজানে দুশো গজ পাড়ি দিয়ে দিল। বুড়ো বেচারী খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে, প্রথমে বাঁ হাত তারপরে ডান হাত দিয়ে পিঠটা চুলকে আবার ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে ছাউনিটাতে ফিরে গেল।

গারাসিম নৌকো বেয়েই চলল। এতক্ষণে সে সহর ছাড়িয়ে গেছে। মাঠ, প্রান্তর, সব্জি-ক্ষেত, গাছের ঝোপ, কুঁড়েঘর সব দেখা যেতে লাগল নদীর দুই তীরে। আশপাশ ক্রমশঃ গেঁয়ো মনে হতে লাগল। তখন সে দাঁড় ছেড়ে দিয়ে, সামনের শুকনো জায়গাটায় বসা মুমুর মাথায় মুখ নামিয়ে—নৌকোটার খোলে জল ছিল—তার পিঠের ওপর মস্ত জোরালো দুই হাত রেখে নিশ্চল হয়ে বসে রইল

আর স্রোতে নৌকোটা ধীরে ধীরে সহরের দিকে ভেসে চলল। অবশেষে গারাসিম ঝট্‌কা মেরে পিঠটান করে বসে, পাগল করা দুঃখে মুখ বিকৃত করে, দড়িতে ইঁট দুটো বেঁধে তাতে একটা ফাঁস করে মুমুর গলায় পরিয়ে তাকে শূন্যে তুলে শেষবার তার দিকে তাকাল...। সেও তার দিকে তাকিয়ে রইল বিশ্বাসের সঙ্গে, নির্ভয়ে, আর একটু একটু ল্যাজ নাড়তে লাগল। মুখটা ফিরিয়ে নিয়ে, চোখ দুটো সজোরে বন্ধ করে সে হাতের মুঠো আলগা করে দিল...। গারাসিম কিছুই শুনতে পেল না, না মুমুর পড়ার সময় ছোট্ট কেঁউ শব্দ, না ভারী ঝপাং শব্দ যখন সে জলে পড়ল। আমাদের কাছে নিস্তব্ধতম রাত্রির চেয়ে সবচেয়ে কোলাহলময় দিনও তার কাছে স্থির আর শব্দহীন। যখন সে চোখ খুলল তখনও ছোট ছোট ঢেউগুলো জলের ওপর যেন একটা আর একটাকে তাড়া করে ছুটেছে আর নৌকোর গায়ে ধাক্কা দিচ্ছে; কেবল তার পেছনে, অনেক দূরে, তীরের কাছে একটা জায়গা থেকে জলটা যেন বড় থেকে আরো বড় বৃত্তের আকারে সরে সরে যাচ্ছে।

গারাসিম চোখের আড়াল হতেই ইয়েরোস্কা বাড়ী ফিরে যা দেখেছে সব বলল।

—হ্যাঁ, নিশ্চয়,—স্তেপান বলল,—সে ওকে ঠিক ডুবিয়ে মারবে। তোমরা নিশ্চিন্ত থাকতে পার। সে যখন বলেছে...

সেদিন গারাসিমকে কেউ দেখতে পেল না। দুপুরে খাবার সময় সে এল না। সন্ধ্যার সময়ে, যখন সবাই খাবার টেবিলে এসেছে, তখনও সে সেখানে অনুপস্থিত।

—আশ্চর্য লোক ত' গারাসিমটা!—মোটা ধোপানী বলল,—একটা কুকুরের জন্যে এত উতলা!... সত্যি বাপু!

স্তেপান বলে উঠল চামচে দিয়ে লপ্সি তুলতে তুলতে, 'কিন্তু আমি ত' তাকে দেখেছি এখানে।'

—দেখেছিলে? কখন?

—এই ত, ঘণ্টাখানেক, ঘণ্টা দুয়েক আগে। নিশ্চয় দেখেছি। ফটকে দেখলাম তাকে আবার রাস্তায় বেরিয়ে যেতে। আমি তাকে কুকুরটার কথা জিজ্ঞেস করতে গেলাম কিন্তু ওর মেজাজ, মনে হল, খারাপ। আমাকে এমন এক ধাক্কা দিল; মনে হয় খালি আমাকে তার সামনে থেকে সরিয়ে দিতেই চেয়েছিল, কিন্তু এমন এক ঘা দিল আমাকে ওরে বাপ্‌রে—আর ঠিক কি শিরদাঁড়াটার ওপর!—স্তেপান অনিচ্ছার হাসির সঙ্গে মাথার পেছনটাতে হাত বুলোতে

লাগল।—ওরে বাপ্‌রে বাপ! তার হাত দুটোতে কি জোর —মাইরি।

স্তেপানের দুর্দশার কথায় সবাই হেসে উঠল, আর খাওয়া হয়ে যাওয়াতে সবাই যে যার চলে গেল সে রাতের মত।

ঠিক সেই মুহূর্তে দেখা যেত একজন প্রকাণ্ড লোক পিঠে থলি আর হাতে লাঠি নিয়ে একবারও না থেমে স্থিরপদে হেঁটে চলেছে টি' সড়ক দিয়ে। সে গারাসিম। দ্রুতপায়ে হেঁটে চলেছিল, প্রাণপণ দ্রুতপায়ে, তার গ্রাম, তার জন্মস্থানের দিকে। বেচারা মুমুকে ডুবিয়ে মারার পর সে ছুটে নিজের কুঠরীতে ফিরে তাড়াতাড়ি তার জিনিষপত্র গুছিয়ে একটা পুরানো ঘোড়ার কম্বলে জড়িয়ে, বোঝাটা কাঁধে ফেলে উধাও হয়ে গেল। যখন তাকে মস্কোতে আনা হয় তখন সে খুব মনোযোগের সঙ্গে রাস্তা চিনে রেখেছিল; যে গাঁ থেকে কর্ত্রী তাকে আনিয়ে ছিলেন সেটা বড় রাস্তা থেকে প্রায় পঁচিশ ভার্স্ত দূর। সে হাঁটতে লাগল অদম্য সাহস আর প্রাণপণ অথচ আনন্দ-মেশান দৃঢ়সংকল্পতার সঙ্গে। তার শার্টের বুক খোলা; একাগ্র অধীর দৃষ্টি সামনে প্রসারিত। সে তাড়াতাড়ি হেঁটে চলল যেন তার বুড়ী মা তার অপেক্ষায় আছেন, আর হাতছানি দিয়ে ডাকছেন

অজানা দেশে, অজানা লোকদের মধ্যে ভ্রমণ থেকে ঘরে ফিরতে... গ্রীষ্মের রাত সবে সুরু হয়েছে, উষ্ণ আর মৃদু; একদিকে, সূর্য যেখানে অস্ত গেছে, চক্রবাল এখনো আলোকোজ্জ্বল, অপস্যয়মান দিনের শেষ আলোয় স্বল্প আভাময়, অন্যদিকে নীলচে-ধূসর সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। ঐখান থেকে রাত্রি এগিয়ে আসছে। শত শত তিতির পাখী প্রচণ্ড চেঁচামেচি করছে, ল্যাণ্ড্রেল পাখীরা একটা আর একটাকে অনবরত ডেকে চলেছে...। গারাসিম এ সব শুনতে পাচ্ছিল না, শুনতে পাচ্ছিল না গাছগুলোর মৃদু নিশির্মর্মর যখন সে জোর পায়ে তাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল; কিন্তু সে পাচ্ছিল অন্ধকার মাঠ থেকে ভেসে আসা পেকে-ওঠা রাইশস্যের গন্ধ, সে অনুভব করছিল সারা গায়ে, মুখে, চুলে আর দাড়িতে তার জন্মভূমির হাওয়ার আদরের পরশ; সে দেখতে পাচ্ছিল সামনে চলে গেছে প্রায়ান্ধকার রাস্তা, তার ঘরে ফেরার রাস্তা, ঠিক যেন তীরের মত সোজা; সে দেখছিল অসংখ্য তারা তার পথকে আলো করেছে, আর সে পা ফেলছিল সিংহের মত বিক্রমে আর আনন্দে; যখন উদীয়মান সূর্যের নরম লাল্‌চে আলো সেই বিশালকায় পথচারীর ওপর ছড়িয়ে

পড়ল তখন তার আর মস্কোর মাঝে পঁয়ত্রিশ ভার্স্তের ব্যবধান ...

দুদিনে সে ঘরে পৌঁছে গেল, তার আপন কুঁড়েঘরে, তার অবর্তমানে সেখানকার অধিবাসিনী এক সৈনিকের স্ত্রীকে অত্যন্ত অবাক করে দিয়ে। দেবদেবীমূর্তির সামনে প্রার্থনা শেষ করে সে গেল গাঁয়ের মোড়লের সঙ্গে দেখা করতে। সে লোকটিও একটু অবাক হল; কিন্তু সেটা ছিল ফসল কাটার সময়, আর যেহেতু সবাই জানত গারাসিম অদ্ভুত কাজের লোক সেইজন্যে তৎক্ষণাৎ তার হাতে একটা কাস্তে ধরিয়ে দেওয়া হল; সে সেই আগের মত করে শস্য কাটতে লেগে গেল, আর তার ধরণ আর হাতের কাস্তের ওঠানামা দেখে অন্য কৃষকরা অবাক হয়ে চেয়ে রইল ...

গারাসিমের পলায়নের পরের দিন টের পাওয়া গেল যে সে মস্কোতে নেই। ওরা তার ঘরে গিয়ে তল্লাস করে গাভ্রিলোকে খবর দিল। সেও গিয়ে, চারদিক দেখে, ঘাড় কুঁচকে স্থির করল যে বোবাটা হয় পালিয়েছে না হয় তার বোকা কুকুরটার সঙ্গে নিজেও ডুবে মরেছে। পুলিসে খবর দেওয়া হল, কর্ত্রীকেও জানান হল। তিনি রেগে আগুন

হয়ে, কেঁদে কেটে হুকুম দিলেন যেমন করে হোক তাকে খুঁজে বার করতে হবে; সকলকে জোর করে বলতে লাগলেন তিনি কখনও কুকুরটাকে মেরে ফেলতে হুকুম দেননি, আর শেষে গাভ্রিলোকে এমন ধমক দিলেন যে সে সারাদিন খালি মাথা নাড়তে লাগল আর থেকে থেকে বলে উঠতে লাগল, 'বেশ!' যতক্ষণ না খ্‌বোস্ত খুড়ো আবার তাকে 'বেশ!' বলে তার মাথা ঠাণ্ডা না করল। অবশেষে গারাসিমের নিরাপদে গাঁয়ে ফেরার খবর মস্কোতে পেঁাছল। কর্ত্রী শান্ত হলেন; প্রথমটা রাগের মাথায় তিনি হুকুম করেছিলেন তাকে মস্কোতে ফিরিয়ে আনার জন্যে; তারপর মুহূর্তেই আদেশ ফিরিয়ে নিলেন আর বললেন এমন অকৃতজ্ঞ লোকের তাঁর কোন দরকার নেই। অচিরে তিনি মারা গেলেন; তাঁর উত্তরাধিকারীরা এতই ব্যস্ত ছিল যে তাদের গারাসিমের কথা ভাববার সময় ছিল না: এমনকি তাদের মায়ের সব বাড়ীর চাকরদের দাসখত মকুব করে দিল।

গারাসিম এখনও তার নির্জন কুঁড়েঘরে একলা থাকে; এখনও সে তেমনি জবরদস্ত পালোয়ান, চারজনের কাজ একা করতে পারে, আর আগের মতই সে এখনও সাধু আর গম্ভীর। প্রতিবেশীরা কিন্তু লক্ষ্য করেছে যে মস্কো

থেকে ফেরার পর সে কখনও মেয়েদের সংস্রবে থাকে না, এমনকি তাদের দিকে তাকায় না পর্যন্ত, আর কখনও কুকুর পোষে না। চাষারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে, 'ভালই ত', ও যদি মেয়েমানুষ ছাড়া থাকতে পারে, ওর পক্ষেই ভাল; আর ওর কুকুর দিয়ে কি হবে? ওর উঠোনে কোন চোরকে জোর করে টেনে নিয়ে গেলেও যাবে না।'

এমনি প্রসিদ্ধি সেই বোবা লোকের অদ্ভুত গায়ের জোরের।

১৮৫২

বিদেশী ভাষায় সাহিত্য প্রকাশালয় থেকে বাংলায় নিম্নলিখিত নতুন বইগুলি শীঘ্রই প্রকাশিত হবে:

বিখ্যাত শিশু সাহিত্যিক আ. গাইদার — 'চুক আর গেক' এবং 'নীল পেয়ালা'।

আ. তলস্তয় অবলম্বিত — রুশ লৌকিক উপকথা 'নেকড়ে আর ছাগলছানারা'।

ছোটো ছেলেমেয়েদের জন্যে আ. কোনোনভের বই — 'সোকোল্‌নিকিতে নববর্ষ' — ভ. ই. লেনিনের সম্বন্ধে কথা।

ন. নোসভ — 'আমুদে পরিবার' — সোভিয়েত স্কুলছাত্রদের কথা।

'অমলধবল পাল'—জনপ্রিয় শিশু সাহিত্যিক ভ. কাতায়েভের উপন্যাস। শিক্ষকের ছেলে স্কুলছাত্র পেতিয়া বাচেই ও তার বন্ধু জেলের নাতি গাভ্রিকের কথা। এরা দুজনে যুদ্ধ-জাহাজ 'পোতেম্‌কিনের' সাহসী নাবিক রদিয়ন জুকভের বিস্ময়কর ভাগ্য পরিবর্তনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে। কৃষ্ণ সাগরের বন্দর ওদেসায় এ ঘটনা ঘটে।

রঙ্গীন প্রচ্ছদপট ও চিত্রাবলী সম্বলিত।